অষ্টম অধ্যায়

পিঙ্গলা কাহিনী

ভগবান কৃষ্ণ উদ্ধবকে এক অবধূত ব্রাহ্মণের কাহিনী শুনিয়েছিলেন। সেই অবধূত ব্রাহ্মণ তাঁর ২৪ জন গুরুর মধ্যে অজগর সর্প প্রভৃতি যে নয়জন গুরুর কাছ থেকে উপদেশাবলী লাভ করেছিলেন, তা মহারাজ যদুকে, ব্যাখ্যা করে বলেন।

অজগর সর্পের কাছ থেকে অবধূত ব্রাহ্মণ উপদেশ লাভ করেছিলেন যে, নিরাসক্তির মানসিকতা অনুশীলন করাই বুদ্ধিমান মানুষের উচিত এবং যা কিছু আপনা হতে আসে কিংবা অনায়াসলব্ধ, তাই গ্রহণ করেই তার শরীর রক্ষা করা কর্তব্য। এইভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনায় সর্বদা তার আত্মনিয়োগ করে থাকা উচিত। এমন কি, কোনও খাদ্য না পাওয়া গেলেও, ভগবানের আরাধনায় পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগে ইচ্ছুক মানুষের পক্ষে ভিক্ষা করাও অনুচিত; বরং তার চিন্তা করা উচিত যে, এটাই তার ভাগ্যের লিখন এবং বোঝা উচিত, "আমার জন্য যা কিছু ভোগ উপভোগ নির্ধারিত আছে, তা আপনা হতেই আসবে, এবং তাই সেই সব জিনিসের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে জীবনের বাকি অংশটুকু অযথা অপব্যয় করা আমার উচিত হবে না।" যদি কোনও খাদ্য সে না পায়, তা হলে অজগর সর্পের মতো তার শুধুমাত্র শয়ন করে থাকাই উচিত এবং পরমেশ্বর ভগবানের একান্ত চিন্তায় তার মন নিবদ্ধ করা কর্তব্য।

সমুদ্রের কাছ থেকে অবধূত ব্রাহ্মণ যে উপদেশ লাভ করেছিলেন, তা এই যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি প্রণত মুনিঋষিকে অতি শান্ত এবং গম্ভীর মনে হয়, ঠিক যেন ধীর স্থির সমুদ্রের জলের মতো। বর্ষাকালে সমস্ত নদীগুলির বন্যার জল সমুদ্রে গিয়ে পড়তে থাকলেও সমুদ্রের জল ছাপিয়ে পড়ে না, তেমনই গ্রীষ্মকালে নদীগুলি জল দিতে না পারলেও সমুদ্র শুখিয়ে যায় না। তেমনই, সাধুব্যক্তি বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করলে উল্লসিত হন না, আবার তা না পেলেও বিমর্ষও হন না।

পতঙ্গের উপদেশ এই যে, আগুনের দিকে প্রলুব্ধ হয়ে সে যেমন প্রাণ দেয়, তেমনই মূর্খেরা স্বর্ণালঙ্কারে এবং সূক্ষ্ম বস্ত্রে সুসজ্জিতা রমণীর রূপে মোহিত হয়ে ইন্দ্রিয় দমন করতে পারে না। ভগবানের মোহনীয় শক্তির এই সকল শরীর রূপের অনুসরণ করতে গিয়ে, মূর্খজীব অকালে জীবন নষ্ট করে এবং নারকীয় জীবন যাপনে অধঃপতিত হয়।

দু'ধরনের মক্ষিকা আছে—ভ্রমর ও মৌমাছি। ভ্রমরের কাছ থেকে এই শিক্ষা পাই যে, ঋষিতুল্য মানুষ বিভিন্ন ধরনের গৃহস্থদের কাছ থেকে অতি সামান্য

পরিমাণে আহার্য সংগ্রহ করবেন এবং দিনের পর দিন মাধুকরী ব্রত পালনের মাধ্যমে নিজের জীবিকা অর্জন করবেন। এছাড়া মহান অথবা ক্ষুদ্র সকল প্রকার শাস্ত্রাদি থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করাও ঋষিতুল্য মানুষের কর্তব্য। অন্য ধরনের মক্ষিকা মৌমাছির কাছ থেকে লব্ধ উপদেশ এই যে, পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তাঁর ভিক্ষালব্ধ খাদ্য রাত্রে কিংবা পরদিন গ্রহণ করবেন বলে সঞ্চয় করে রাখবেন না, কারণ যদি তিনি তা করেন, তা হলে ঠিক মধুলোভী মৌমাছির মতোই তাঁর সঞ্চিত সবকিছু সমেত বিনষ্ট হবেন।

হাতির কাছ থেকে অবধূত ব্রাহ্মণ নিম্নরূপ উপদেশ লাভ করেছিলেন। পুরুষ-হাতিরা শিকারীদের তাড়ায় বন্দিনী স্ত্রী-হাতিদের দিকে ছুটে যায় এবং তার ফলে শিকারীদের খোঁয়াড়ের মধ্যে পড়ে যায় আর তখন বন্দী হয়। সেই ভাবেই, মানুষ যখনই নারীর রূপে আসক্ত হয়, তখনই জড়জাগতিক জীবনধারার গভীর কূপে অধঃপতিত এবং বিনষ্ট হয়।

মধুহারী অর্থাৎ মৌচোরের কাছ থেকে উপদেশ লাভ করা যায় যে, মৌমাছি অতিকষ্টে যে মধু সংগ্রহ করে তা ভোগ করবার আগেই যেমন মধুহারী তা লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়, তেমনই গৃহস্থের কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে কেনা খাদ্য সামগ্রী এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী অন্য কেউ ভোগের সুযোগ গ্রহণের আগেই সন্ন্যাসী তা ভোগ করার সুযোগ লাভ করে থাকেন।

হরিণের কাছ থেকে এই শিক্ষালাভ হয় যে, শিকারীর বাঁশির সুর শুনে সে যেমন বিভ্রান্ত হয়ে তার জীবন হারায়, তেমনই মানুষও তুচ্ছ সুর আর গানে আকৃষ্ট হয়ে বৃথাই তার জীবন নষ্ট করে।

মাছের কাছে শেখা যায় যে, আস্বাদনের ইন্দ্রিয় অনুভূতির আসক্তিতে সে বিভ্রান্ত হয়ে থাকে বলেই সামান্য খাবার লাগানো মারাত্মক বঁড়শিতে আটকে পড়ে অবধারিতভাবে প্রাণ হারায়। ঠিক সেইভাবেই, বুদ্ধিহীন মানুষ তার অতি লোভময় জিহ্বার মাধ্যমে বিপদগ্রস্ত হয় এবং তার জীবন নষ্ট করে।

বিদেহ নগরীতে একদা পিঙ্গলা নামে এক বারনারী ছিল। তার কাছ থেকে আরও একটি শিক্ষা অবধূত লাভ করেছিলেন। একদিন সে অতি মনোরম জামা-কাপড় ও গহনায় সেজে বিকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত গ্রাহকের আশায় প্রতীক্ষা করেছিল। অনেক ভরসায় সে অপেক্ষা করছিল, কিন্তু যতই সময় কেটে যাচ্ছিল, ততই সে খুবই অস্বস্তি বোধ করছিল। তাকে দেখে একটা লোকও এগিয়ে এল না, এবং তাই হতাশ এবং বিরক্ত হয়ে কোনও খরিদ্দার আসবার ভরসা ছেড়ে দিল। তার পর থেকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির চিন্তাতেই কেবল মন দিয়েছিল।

এবং তার ফলে মনে পরম শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পেরেছিল। তার কাছ থেকে এই শিক্ষা অর্জন করা গেল যে, ইন্দ্রিয় উপভোগের আশা-আকাঙ্ক্ষাই সমস্ত দুঃখকষ্টের মূল কারণ। তাই এই ধরনের লালসা বর্জন করে পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় নিজেকে যে দৃঢ়নিবদ্ধ করতে পারে, সে দিব্য শান্তি লাভ করতে পারে।

শ্লোক ১

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ

সুখমৈন্দ্রিয়কং রাজন্ স্বর্গে নরক এব চ ।
দেহিনাং যদ্ যথা দুঃখং তস্মান্নেচ্ছেত তদ্বুধঃ ॥ ১ ॥

শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ—সাধু ব্রাহ্মণ বললেন; **সুখম্**—সুখ; **ইন্দ্রিয়কম্**—জড়েন্দ্রিয় মাধ্যমে উদ্ভূত; **রাজন্**—হে রাজা; **স্বর্গে**—জাগতিক স্বর্গরাজ্যে; **নরকে**—নরকে; **এব**—অবশ্যই; **চ**—ও; **দেহিনাম্**—দেহধারী জীবগণ; **যৎ**—যেহেতু; **যথা**—যেমন; **দুঃখম্**—অসন্তোষ; **তস্মাৎ**—অতএব; **ন**—না; **ইচ্ছেত**—ইচ্ছা করা উচিত; **তৎ**—তা; **বুধঃ**—যে জানে।

অনুবাদ

অবধূত ব্রাহ্মণ বললেন—হে মহারাজ, দেহধারী জীব মাত্রই স্বর্গে বা নরকে আপনা হতেই দুঃখ ভোগ করতে থাকে। তেমনই, কেউ না চাইলেও, সুখের অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। সুতরাং বুদ্ধিমান বিবেচক মানুষ এই ধরনের জাগতিক সুখ লাভের কোনও প্রচেষ্টাই করে না।

তাৎপর্য

জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অনুসন্ধানে অযথা জীবনের অপব্যয় করা উচিত নয়, কারণ প্রত্যেকেরই অতীত ও বর্তমান কর্মফলের সূত্রে কিছু না কিছু জাগতিক সুখ আপনা হতেই এসে যাবে। এই শিক্ষা পাওয়া যায় অজগর সাপের দৃষ্টান্ত থেকে, সে কেবল শুয়ে থাকে এবং আপনা থেকে যা কিছু আসে, তাই দিয়েই তার ভরণপোষণ চালিয়ে নেয়। উল্লেখযোগ্য এই যে জড়জাগতিক স্বর্গে এবং নরকেও আমাদের পূর্বকর্মের ফলেই আপনা হতে সুখ এবং দুঃখ আসে, যদিও সুখ এবং দুঃখের অনুপাত অবশ্যই কম-বেশি হয়ে থাকে। স্বর্গেই হোক বা নরকেই হোক, যে কেউ আহার, নিদ্রা, পান, মৈথুন সবই করতে পারে। তবে এই সব ক্রিয়াকর্মই জড়জাগতিক শরীর নিয়ে ভোগ করা হয়ে থাকে বলেই সেগুলি অস্থায়ী এবং অতি তুচ্ছ ফলপ্রদ। বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রেরই লক্ষ্য করা উচিত যে, সর্বোত্তম জাগতিক অবস্থাও প্রকৃতপক্ষে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমভক্তি নিবেদনের বাইরে

বিধিবিরুদ্ধ পূর্বকর্মফলের শাস্তিস্বরূপই ভোগ করতে হয়। সামান্য সুখভোগ করতে হলেও বদ্ধ জীবকে বিপুল কষ্ট স্বীকার করতে হয়। জড়জাগতিক জীবন ধারার মাঝে নানা কঠিন পরিস্থিতি এবং জটিল শঠতায় পূর্ণ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে মানুষ সামান্য ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির সুযোগ হয়ত অর্জন করতে পারে, কিন্তু এই মায়াময় সুখতৃপ্তি লাভের জন্য যে পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করতে হয়, তার যথার্থ পরিপূরণ হয় না। কেউ যদি বাস্তবিকই জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান করতে চায়, তা হলে তাকে সহজ সরল জীবন যাপন করতে হবে এবং জীবনের বিপুল অংশই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রেমময়ী সেবা নিবেদনের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে। যারা অবশ্য ভগবানের সেবা করে না, তারাও তাঁর কাছ থেকে ভরণপোষণের কিছুটা বরাদ্দ লাভ করেই থাকে; সুতরাং আমরা অনায়াসেই কল্পনা করে নিতে পারি ভগবানের প্রেমভক্তি নিবেদনে যারা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে, তাদের নিরাপত্তার জন্য কত ব্যবস্থা করা আছে।

নিম্নস্তরের ফলাশ্রয়ী কর্মীরা নির্বোধের মতো ইহজীবন নিয়ে উদ্বেগ পোষণ করে, অথচ অপেক্ষাকৃত পুণ্য কর্মে আগ্রহী ধর্মপ্রাণ কর্মীরা বিচার বিবেচনা করে তাদের ভবিষ্যতের সুখ তৃপ্তির বন্দোবস্ত বিশদভাবেই করে রাখে, অথচ তারাও জানে না যে, ঐ সব রকম বন্দোবস্ত অস্থায়ী, অনিত্য । প্রকৃত সমাধান করতে হলে জানা চাই যে, পরমেশ্বর ভগবান যিনি সকল ইন্দ্রিয় উপভোগ এবং কামনা-বাসনার অধিপতি, তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই স্থায়ী সুখলাভ সম্ভব হয়। সেই জ্ঞানলাভ করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

শ্লোক ২

গ্রাসং সুমৃষ্টং বিরসং মহান্তং স্তোকমেব বা ।
যদৃচ্ছয়ৈবাপতিতং গ্রসেদাজগরোঽক্রিয়ঃ ॥ ২ ॥

গ্রাসম্—আহার; **সু-মৃষ্টম্**—পরিচ্ছন্ন ও সুস্বাদু; **বিরসম্**—স্বাদহীন; **মহান্তম্**—প্রচুর পরিমাণে; **স্তোকম্**—সামান্য পরিমাণে; **এব**—অবশ্যই; **বা**—অথবা; **যদৃচ্ছয়া**—নিজের প্রচেষ্টা ছাড়া; **এব**—নিশ্চয়ই; **আপতিতম্**—প্রাপ্ত; **গ্রসেৎ**—আহার করা উচিত; **আজগরঃ**—অজগর সাপের মতো; **অক্রিয়ঃ**—নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা।

অনুবাদ

অজগর সাপের দৃষ্টান্ত অনুসরণের মাধ্যমে, জড়জাগতিক প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে এবং অনায়াসে যতটুকু গ্রাসাচ্ছাদন লব্ধ হয়, তা গ্রহণ করা উচিত, সেই খাদ্য সুস্বাদু বা বিস্বাদ যাই হোক, কম কিংবা বেশি যেমনই হোক।

শ্লোক ৩

শয়ীতাহানি ভূরীণি নিরাহারোঽনুপক্রমঃ ।
যদি নোপনয়েদ্ গ্রাসো মহাহিরিব দিষ্টভুক্ ॥ ৩ ॥

শয়ীত—শান্ত হয়ে থাকা উচিত; **অহানি**—দিনগুলিতে; **ভূরীণি**—অনেক; **নিরাহারঃ**—আনাহারে; **অনুপক্রমঃ**—বিনা প্রয়াসে; **যদি**—যদি; **ন উপনয়েৎ**—আসে না; **গ্রাসঃ**—আহার; **মহা-অহিঃ**—বিশাল অজগর সাপ; **ইব**—মতো; **দিষ্ট**—অদৃষ্টে যা পাওয়া যায়; **ভুক্**—আহার।

অনুবাদ

কখনও যদি আহার নাও জোটে, তা হলে সাধু পুরুষ কোনও চেষ্টা না করেই বহুদিন অনাহারে থাকেন। তাঁর বোঝা উচিত যে, ভগবানেরই ব্যবস্থা ক্রমে তাঁকে অবশ্যই উপবাস করতে হবে। তাই অজগর সাপের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে তাঁর পক্ষে শান্ত হয়ে থাকাই উচিত।

তাৎপর্য

যদি ভগবানেরই ব্যবস্থাক্রমে কোনও মানুষকে জড়জাগতিক পরিবেশে কষ্টভোগ করতে হয়, তা হলে তার চিন্তা করা উচিত, "আমার বিগত পাপকর্মের ফলেই আমি এখন শাস্তি ভোগ করছি। এইভাবেই ভগবান কৃপা করে আমাকে নম্র বিনয়ী করে তুলছেন।" *শয়ীতা* শব্দটি বোঝায় যে, মানুষকে সর্বদা মানসিক উদ্বেগ বর্জন করে শান্ত ও ধীরস্থির থাকতে হবে। *দিষ্টভুক্* মানে পরমেশ্বর ভগবানকে অবশ্যই পরম নিয়ন্তা বলে স্বীকার করতে হবে এবং জড়জাগতিক অসুবিধা ঘটলেই নির্বোধের মতো সেই বিশ্বাস ত্যাগ করা অনুচিত। *তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৮)। ভগবদ্ভক্ত সকল সময়েই জড় জাগতিক দুঃখকষ্টগুলিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই কৃপা বলে মনে করে থাকেন; তার ফলেই তিনি পরম মুক্তিলাভের যোগ্যতা লাভ করেন।

শ্লোক ৪

ওজঃসহোবলযুতং বিভ্রদ্ দেহমকর্মকম্ ।
শয়ানো বীতনিদ্রশ্চ নেহেতেন্দ্রিয়বানপি ॥ ৪ ॥

ওজঃ—ইন্দ্রিয়জাত শক্তি; **সহঃ**—মনোবল; **বল**—দৈহিক শক্তি; **যুতম্**—সমৃদ্ধ; **বিভ্রৎ**—রক্ষা করে; **দেহম্**—শরীর; **অকর্মকম্**—অক্লেশে; **শয়ানঃ**—শান্ত হয়ে; **বীত**—মুক্ত; **নিদ্রঃ**—অজ্ঞানতা থেকে; **চ**—এবং; **ন**—না; **ঈহেত**—চেষ্টা করা উচিত; **ইন্দ্রিয়-বান্**—দৈহিক, মানসিক ও ইন্দ্রিয়জাত পূর্ণ শক্তি সম্পন্ন; **অপি**—হলেও।

অনুবাদ

সাধুর পক্ষে শান্ত এবং জাগতিক ক্রিয়াকর্মে রহিত হয়ে থাকা উচিত, তার শরীর অত্যধিক প্রচেষ্টা ছাড়াই প্রতিপালন করা প্রয়োজন। সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়, মন ও শরীরের ক্ষমতা থাকলেও, জড়জাগতিক প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সাধুর কখনই উদ্যোগী হওয়া উচিত নয়, কেবল সর্বদাই যথার্থভাবে নিজ পারমার্থিক স্বার্থে মনোনিবেশ করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

বীতনিদ্রঃ শব্দটি এই শ্লোকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। *নিদ্রা* মানে ঘুম বা অজ্ঞানতা, আর *বীত* মানে 'তা থেকে মুক্ত'। তাই বলতে গেলে, পারমার্থিক জ্ঞানান্বেষী মানুষের পক্ষে সদা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের সাথে তাঁর নিত্য সম্বন্ধ বিষয়ে সজাগ থাকা উচিত এবং সযত্নে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অনুশীলন করা আবশ্যক। ভগবান তাঁকে সকল বিষয়ে সুরক্ষিত রেখেছেন, তা অবহিত হওয়ার ফলে, ভগবানের সাথে তাঁর সম্বন্ধ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে, তাঁর নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কোনও প্রচেষ্টা করাই অনুচিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, অজগর সাপের দৃষ্টান্ত এখানে এইজন্য দেওয়া হয়েছে যাতে মানুষ দেহ প্রতিপালনে অযথা সময় ব্যয় না করে।

অবশ্য কোনও মানুষেরই এমন চিন্তা করা চলে না যে, অজগর সাপের মতো মাটিতে শুয়ে পড়ে থাকা কিংবা শরীরকে উপবাসে রাখার ভেক প্রদর্শন করাই জীবনের উদ্দেশ্য। অজগর সাপের দৃষ্টান্ত থেকে কেউ যেন সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হয়ে থাকার উৎসাহ বোধ না করে। বরং মনে রাখা উচিত যে, মানুষকে পারমার্থিক উন্নতির জন্য সক্রিয় হতে হবে এবং জাগতিক ইন্দ্রিয় সুখভোগে নিষ্ক্রিয় থাকতে হবে। যদি কেউ সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, সেটা অবশ্যই নিদ্রা অর্থাৎ অজ্ঞানতার অন্ধকার অবস্থা, যার মধ্যে মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সেবকরূপে তার আপন সত্তা সম্পর্কে নিদ্রামগ্ন হয়েই থাকে।

পারমার্থিক জ্ঞানান্বেষী মানুষ ভগবৎ সেবা সম্পাদনে উৎসুক হয়ে থাকেন, এবং সেই সেবার অনুকূল জাগতিক সুযোগ-সুবিধা যখন ভগবান প্রদান করেন, তখন জ্ঞানী মানুষ পরম কৃতার্থ বোধ করেন। নিতান্ত, জড়জাগতিক বিষয়াদির প্রতি অনাসক্ত শুধুমাত্র ফল্গুবৈরাগ্য বা পারমার্থিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে অপরিণত অবস্থার প্রতিফলন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার উদ্দেশ্যে সব কিছু নিবেদনের মাধ্যমে যুক্ত বৈরাগ্য অনুশীলনের যথার্থ পর্যায়ে মানুষকে উন্নত হতে হবে। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করেছি যে, কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে মগ্ন যে কোনও ভক্তই আপনা থেকেই তার নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের সব রকম সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে থাকে।

শ্লোক ৫

মুনিঃ প্রসন্নগম্ভীরো দুর্বিগাহ্যো দুরত্যয়ঃ ।
অনন্তপারো হ্যক্ষোভ্যঃ স্তিমিতোদ ইবার্ণবঃ ॥ ৫ ॥

মুনিঃ—ঋষি; **প্রসন্ন**—সন্তুষ্ট; **গম্ভীরঃ**—অতি গুরুত্বপূর্ণ; **দুর্বিগাহ্যঃ**—গভীর জ্ঞানসম্পন্ন; **দুরত্যয়ঃ**—অনতিক্রম্য; **অনন্ত-পারঃ**—অশেষ; **হি**—অবশ্যই; **অক্ষোভ্যঃ**—অবিচলিত; **স্তিমিত**—শান্ত; **উদঃ**—জল; **ইব**—মতো; **অর্ণবঃ**—সমুদ্র।

অনুবাদ

ঋষিতুল্য মানুষ তাঁর বাহ্যিক আচরণে সুখী এবং সন্তুষ্ট ভাব প্রকাশ করে থাকেন, তবে অন্তরে তিনি বিশেষ গভীর ভাবসম্পন্ন এবং চিন্তাশীল হন। যেহেতু তাঁর জ্ঞান অপরিমেয় এবং অনন্ত, তাই তিনি কখনই বিচলিত হন না, এবং সকল বিষয়ে তিনি অতলান্ত এবং অকূল সমুদ্রের প্রশান্ত জলরাশির মতোই ধীর স্থির হয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

নিদারুণ দুঃখকষ্টের মাঝেও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ঋষিতুল্য মানুষ কখনই আত্মসংযম নষ্ট করেন না কিংবা তাঁর পারমার্থিক জ্ঞানও বিনষ্ট হয় না। তাই তিনি অক্ষোভ্য, অর্থাৎ অবিচলিত থাকেন। সচ্চিদানন্দময় পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি তাঁর মন দৃঢ়নিবদ্ধ হয়ে থাকে এবং পরম চেতন সত্তার সাথে তাঁর চেতনা সুসংবদ্ধ থাকে বলেই, তাঁর জ্ঞানের পরিধি অপরিমেয়। শুদ্ধভক্ত যেহেতু ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন, তাই তিনি বিপুল দিব্য ক্ষমতার অধিকারী হন, এবং সেই কারণেই তাঁকে কখনই অতিক্রম করে কিংবা বিক্ষুব্ধ করে কিছু করা সম্ভব হয় না। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর দিব্য শরীর গঠিত হওয়ার ফলেই, কালের ক্ষয়িষ্ণু প্রভাবে তাঁর কোনও ক্ষতি হয় না। যদিও আপাতদৃষ্টিতে তিনি বন্ধুভাবাপন্ন এবং সকলের প্রতি প্রীতিপূর্ণ, তাহলেও অন্তরে তাঁর মন পরমতত্ত্বেই নিবদ্ধ হয়ে থাকে, এবং তাঁর যথার্থ উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা কেউই বুঝতে পারে না। যে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ভক্ত কামনা বাসনা ভিত্তিক জড়জাগতিক জীবনধারা বর্জন করেছেন এবং ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁর মানসিক ক্রিয়াকলাপ অতি বুদ্ধিমান মানুষেও বুঝতে পারে না। এই ধরনের মহাত্মাকে মহাসাগরের সঙ্গে তুলনা করা চলে। অগণিত বেগবান নদীধারা সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিন্তু সমুদ্র শান্ত এবং ধীরস্থির হয়েই থাকে। তাই সমুদ্রের মতোই, ঋষিতুল্য মানুষকে শান্ত, অতলান্ত, গম্ভীর, অকূল পরিধি, অনন্ত এবং অচঞ্চল মনে হয়

শ্লোক ৬

সমৃদ্ধকামো হীনো বা নারায়ণপরো মুনিঃ ।
নোৎসর্পেত ন শুষ্যেত সরিদ্ভিরিব সাগরঃ ॥ ৬ ॥

সমৃদ্ধ—পরিপুষ্ট; **কামঃ**—জাগতিক ঐশ্বর্য; **হীনঃ**—অতিশয় দীন; **বা**—কিংবা; **নারায়ণ**—পরম পুরুষোত্তম ভগবান; **পরঃ**—পরম সত্তা রূপে স্বীকৃত; **মুনিঃ**—শুদ্ধসাত্ত্বিক ভক্ত; **ন**—করেন না; **উৎসর্পেত**—উদ্বেলিত হন; **ন**—না; **শুষ্যেত**—শুষ্ক হওয়া; **সরিদ্ভিঃ**—নদীগুলির দ্বারা; **ইব**—মতো; **সাগরঃ**—সমুদ্র।

অনুবাদ

বর্ষাকালে উচ্ছ্বসিত নদীগুলি সমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হয়ে থাকে, এবং গ্রীষ্মকালে ক্ষীণকায় নদীগুলির জলধারা অত্যন্ত হ্রাস পায়; তা সত্ত্বেও বর্ষাকালে সমুদ্র স্ফীত হয়ে ওঠে না কিংবা গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হয়ে যায় না। সেইভাবেই, শুদ্ধসাত্ত্বিক ভগবদ্ভক্ত তাঁর জীবনে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে পরম লক্ষ্য রূপে স্বীকার করেছেন বলেই কখনও ভগবৎ কৃপায় বিপুল জড়জাগতিক ঐশ্বর্য লাভ করতে পারেন, এবং কখনও জাগতিক সম্পদশূন্য হয়ে যেতেও পারেন। তবে এই ধরনের শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত কখনই ঐশ্বর্যবান হলেও উৎফুল্ল হন না, তেমনই দারিদ্রপীড়িত হলেও বিমর্ষ হন না।

তাৎপর্য

ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত সবসময় ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে উৎসুক হয়ে থাকেন এবং ভগবানের উদ্দেশ্যে দিব্য সেবা নিবেদনে আগ্রহী হন। ভগবৎ-পাদপদ্মে তিনি অনুকণার মতোই সম্পৃক্ত হয়ে থাকতে অভিলাষী হন, কারণ তিনি জানেন, শ্রীকৃষ্ণ তথা শ্রীনারায়ণই সকল প্রকার আনন্দের উৎস। যখনই তিনি শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তখন উৎফুল্ল হন এবং শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা তাঁর মনে উপস্থিত না হলে, তিনি বিষাদগ্রস্ত হয়ে থাকেন। জড় জগতের বিষয়াদি সম্পর্কে কোনও কিছু করবার সময়ে, যে সব জাগতিক মনোভাবাপন্ন সাধারণ মানুষ তাঁকে প্রায়ই অপদস্থ করে থাকে এবং জড়েন্দ্রিয়াদি উপভোগে তাঁর অনীহার জন্য দোষারোপ করে, ভগবদ্ভক্ত তাতে বিচলিত বোধ করেন না, ঠিক যেমন মহাসমুদ্রে অসংখ্য নদীর জলধারা এসে পড়লে কোনও প্রকার বিক্ষোভের সৃষ্টি হতে দেখা যায় না। কখনও বা কামার্ত নারীরা শুদ্ধ ভক্তের কাছে আসে, এবং কখনও কল্পনাপ্রবণ দার্শনিকেরা পরমেশ্বর ভগবানের বিরুদ্ধে তর্কবিতর্কের অবতারণা করতে চেষ্টা করে থাকে, কিন্তু এই সমস্ত সাধারণ নগণ্য মানুষদের সঙ্গে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত তাঁর চিদানন্দময় কৃষ্ণভাবনামৃতের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত এবং অবিচলিত হয়ে থাকেন।

শ্লোক ৭

দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ ॥ ৭ ॥

দৃষ্ট্বা—দেখে; **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রীলোককে; **দেব-মায়াম্**—ভগবানের মায়াবলে যার রূপ সৃষ্টি হয়েছে; **তৎ-ভাবৈঃ**—স্ত্রীলোকের প্রলোভনময়ী চিত্তাকর্ষক আহ্বানে; **অজিত**—যে জিতেন্দ্রিয় নয়; **ইন্দ্রিয়ঃ**—তাঁর ইন্দ্রিয়াদির; **প্রলোভিতঃ**—প্রলুব্ধ হয়ে; **পততি**—পতিত হয়; **অন্ধে**—অজ্ঞানতার অন্ধকতার মাঝে; **তমসি**—নরকের অন্ধকারের মাঝে; **অগ্নৌ**—আগুনের মধ্যে; **পতঙ্গ-বৎ**—পতঙ্গের মতো।

অনুবাদ

যে মানুষ তার ইন্দ্রিয়াদি দমন করতে ব্যর্থ হয়েছে, সে পরমেশ্বর ভগবানের মায়াবলে সৃষ্ট নারীরূপ দেখামাত্রই তৎক্ষণাৎ আকর্ষণ বোধ করে। অবশ্যই যখন নারী মনোলোভা কথা বলে, ছলনাময়ী হাসি হাসে এবং তার কামোদ্দীপক শরীর সঞ্চালন করে, তখনই তার মন প্রলুব্ধ হয়, এবং অগ্নিশিখার দিকে অন্ধভাবে পতঙ্গ যেমন উন্মত্তের মতো ধাবিত হয়, সেই ভাবেই সেই মানুষ জড়জাগতিক অস্তিত্বের অন্ধকারে অন্ধের মতোই পতিত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে, পতঙ্গ যেভাবে আগুনের রূপে আকৃষ্ট হয়ে মারা যায়, ঠিক সেইভাবেই মৌমাছিকে ফুলের সুবাসে আকৃষ্ট করে অনায়াসেই মারা যায়। তা ছাড়া, বন্ধিনী হস্তিনীকে স্পর্শ করবার কামেচ্ছা উদ্রেক করার মাধ্যমে শিকারীরা হস্তীকে ফাঁদে ফেলে হত্যা করতেও পারে এবং হরিণকে শিঙার শব্দ শুনিয়ে তাদের আকর্ষণ করে এনে মেরে ফেলতে পারে; এবং মাছকেও বঁড়শিতে টোপের লোভ দেখিয়ে মারা যায়। এইভাবে জড়জাগতিক মায়ামোহের প্রলোভন থেকে অনাসক্তির শিক্ষালাভ করতে যেব্যক্তি আগ্রহী হয়, তার পক্ষে এই পাঁচটি অসহায় প্রাণীকে গুরু রূপে স্বীকার করা উচিত। নারীর মায়ামোহময় আকার অবয়বে যে কামার্ত বোধ করে, তাকে অচিরেই জাগতিক মোহাবর্তে নিমজ্জিত হতে হবে। জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তু বিষয়ক পাঁচ প্রকার মারাত্মক প্রলোভনের মধ্যে রূপ তথা আকৃতি বিষয়ক উপদেশের কথা এই শ্লোকটিতে সুস্পষ্ট করা হয়েছে।

শ্লোক ৮

যোষিদ্ধিরণ্যাভরণাম্বরাদি-
দ্রব্যেষু মায়ারচিতেষু মূঢ়ঃ ।

প্রলোভিতাত্মা হ্যুপভোগবুদ্ধ্যা
পতঙ্গবন্নশ্যতি নষ্টদৃষ্টিঃ ॥ ৮ ॥

যোষিৎ—নারীদের; **হিরণ্য**—স্বর্ণমণ্ডিত; **আভরণ**—অলঙ্কারাদি; **অম্বর**—পোশাক; **আদি**—ইত্যাদি; **দ্রব্যেষু**—এই সকল জিনিস লক্ষ্য করে; **মায়া**—ভগবানের মায়া বলে; **রচিতেষু**—সৃষ্টি হয়; **মূঢ়ঃ**—অবিবেচক নির্বোধ; **প্রলোভিত**—কাম বাসনায় উদ্দীপ্ত; **আত্মা**—তেমন মানুষ; **হি**—অবশ্যই; **উপভোগ**—ইন্দ্রিয় সম্ভোগের জন্য; **বুদ্ধ্যা**—বাসনায়; **পতঙ্গ-বৎ**—পতঙ্গের মতো; **নশ্যতি**—বিনষ্ট হয়; **নষ্ট**—নাশ; **দৃষ্টিঃ**—যার বুদ্ধি।

অনুবাদ

যে কোনও অবিবেচক নির্বোধ মানুষ স্বর্ণালঙ্কার শোভিতা, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিহিতা এবং অন্যান্য প্রসাধনে মনোরমভাবে সুসজ্জিতা কোনও লাস্যময়ী রমণীকে দেখলেই তৎক্ষণাৎ উদ্দীপ্ত বোধ করে। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির আগ্রহ নিয়ে, এই ধরনের নির্বোধ মানুষ সমস্ত বুদ্ধি হারায় এবং জ্বলন্ত অগ্নি অভিমুখে ধাবমান পতঙ্গের মতোই ধ্বংস হয়ে যায়।

তাৎপর্য

বাস্তবিকই, জড়েন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে মানুষকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা নারীদের থাকে। কোনও নারীর শরীর দেখলে, তার সুরভি আঘ্রাণ করলে, তার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করলে, তার ওষ্ঠস্বাদ গ্রহণ করলে এবং তার শরীর স্পর্শ করলে মানুষ কামাতুর হয়ে উঠে। অবশ্য, জড়জাগতিক মৈথুন আকর্ষণের ফলে নির্বুদ্ধিতাসম্পন্ন সম্পর্ক গড়ে ওঠার সূচনা হয় দৃষ্টির মাধ্যমে, এবং এইভাবে রূপ অর্থাৎ আকৃতি অবশ্যই কারও বুদ্ধি বিনাশের প্রক্রিয়ায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে থাকে। এই সত্যটিকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক যুগে বিপুলভাবে মৈথুনাচার শিল্প ব্যবসায় সমৃদ্ধি লাভ করেছে, তার ফলে অগণিত হতভাগ্য নারী ও পুরুষ প্রলুব্ধ হচ্ছে। মূর্খ পতঙ্গ আগুনের দিকে ছুটে গিয়ে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলার যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, এই প্রসঙ্গে তা একান্ত উপযুক্ত, কারণ মৈথুন উপভোগের ক্ষণিক সুখে আসক্ত হওয়ার ফলে মানুষ অবশ্যই সমস্ত স্থূল জড় বিষয়াদির পেছনে যে চিন্ময় সত্য বিরাজিত রয়েছে, তা উপলব্ধির ক্ষমতা সুনিশ্চিতভাবে হারিয়ে ফেলে।

কামার্ত মৈথুনাসক্ত মানুষ মৈথুনসুখ আস্বাদনের আধিক্যে অন্ধ এবং নির্বোধ হয়ে যেতে থাকে। এইভাবে সর্বনাশের সমূহ বিপদাশঙ্কা থেকে রক্ষা পেতে হলে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের পদ্ধতি প্রক্রিয়া; অর্থাৎ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে

—এই মহামন্ত্র জপ কীর্তনের অনুশীলন করা উচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর শক্ত্যাবতার স্বরূপ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের মতো আচার্যবর্গ জড়জাগতিক জীবনধারার বদ্ধ পরিবেশ থেকে জনগণকে উদ্ধারের জন্য এক অসামান্য আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, এবং আমাদের সকলেরই এই সংগঠনের সুযোগ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা উচিত।

শ্লোক ৯

স্তোকং স্তোকং গ্রসেদ্ গ্রাসং দেহো বর্তেত যাবতা ।
গৃহানহিংসন্নাতিষ্ঠেদ্ বৃত্তিং মাধুকরীং মুনিঃ ॥ ৯ ॥

স্তোকম্ স্তোকম্—সর্বদা, সামান্য পরিমাণে; **গ্রসেৎ**—আহার করা উচিত; **গ্রাসম্**—খাদ্য; **দেহঃ**—জড় শরীর; **বর্তেত**—যাতে বেঁচে থাকতে পারে; **যাবতা**—শুধুমাত্র সেই পরিমাণেই; **গৃহান্**—গৃহস্থেরা; **অহিংসন্**—বিব্রত না করে; **আতিষ্ঠেৎ**—অভ্যাস করা উচিত; **বৃত্তিম্**—কাজকর্ম; **মাধুকরীম্**—মৌমাছির; **মুনিঃ**—ঋষি।

অনুবাদ

শরীর এবং আত্মা সজীব রাখার উদ্দেশ্যে যৎ সামান্য আহার গ্রহণ করাই সাধুদের কর্তব্য। গৃহস্থদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে প্রত্যেকের কাছে যৎসামান্য আহার্য সংগ্রহ করাই তাঁর উচিত। এইভাবে মৌমাছির মতো জীবিকা অর্জনের অভ্যাস করা তাঁর কর্তব্য।

তাৎপর্য

মৌমাছি কোনও সময়ে এক বিশেষ ধরনের পদ্মফুলের অসামান্য সুগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে সেখানেই কালক্ষেপ করতে গিয়ে ফুলে ফুলে উড়ে চলার স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্মে বিচ্যুতি ঘটায়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সূর্যাস্ত হলে পদ্মফুল বন্ধ হয়ে যায়, এবং তাই সুগন্ধিলোভী মৌমাছি সেখানে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ঠিক তেমনই, কোনও সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী হয়ত বিশেষ কোনও এক গৃহস্থের বাড়িতে উত্তম আহার্যের সন্ধান পেতে পারেন এবং তাই নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর পরিবর্তে, তিনি হয়ত তেমন কোনও সুভোজী গৃহস্থের মনোরম আবাসের বাসিন্দা হয়ে থেকে যেতে পারেন। এইভাবেই গার্হস্থ্য জীবনধারায় মোহগ্রস্ত হয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার ফলে সন্ন্যাস বা ব্রহ্মচারী জীবনের অনাসক্তির উচ্চ পর্যায় থেকে অধঃপতিত হতেও পারেন। তা ছাড়া, যদি কোনও পরিব্রাজক সন্ন্যাসী কিংবা ব্রহ্মচারী বৈদিক রীতি অনুসারে দানগ্রহণের অযথা সুযোগ নিতে গিয়ে সমাজ ব্যবস্থায় অসন্তোষ সৃষ্টি করেন, তাও অবাঞ্ছনীয়। যথার্থ আদর্শবান সন্ন্যাসীর পক্ষে বিভিন্ন স্থানে মৌমাছির মতো ভ্রমণ

করে বেড়ানোই উচিত, তবে তাঁকে সতর্ক থাকতেও হবে যেন অনেক বাড়িতে ঘুরে ঘুরে আর প্রত্যেক বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে আহারাদি করতে করতে স্থূলকায় মৌমাছির মতো না হয়ে যান। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, এই ধরনের মোটা মৌমাছিকে নিঃসন্দেহে মায়ার কঠিন জালে জড়িয়ে পড়তেই হবে। লোভময় জিহ্বার প্রীতিসাধনে অত্যধিক আসক্তির মধ্যে জড়িয়ে পড়া কখনই উচিত নয়, কারণ তা থেকেই বিপুলাকার উদর সৃষ্টি হয় এবং তারপরেই জাগে অদম্য কামভাব। পরিশেষে বলা চলে, জড়েন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য অত্যধিক প্রচেষ্টা করা অনুচিত, বরং তার পরিবর্তে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা প্রচারের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করা উচিত। মানব সম্পদ সদ্ব্যবহার করার এটাই যথার্থ পন্থা।

শ্লোক ১০

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ ।
সর্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ ॥ ১০ ॥

অণুভ্যঃ—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র; **চ**—এবং; **মহদ্ভ্যঃ**—বৃহত্তম থেকে; **চ**—এবং; **শাস্ত্রেভ্যঃ**—ধর্মশাস্ত্রাদি থেকে; **কুশলঃ**—বুদ্ধিমান; **নরঃ**—মানুষ; **সর্বতঃ**—সকল দিক থেকে; **সারম্**—সারবস্তু; **আদদ্যাৎ**—গ্রহণ করবে; **পুষ্পেভ্যঃ**—পুষ্পগুলি থেকে; **ইব**—যেন; **ষট্পদঃ**—মৌমাছি।

অনুবাদ

মৌমাছি যেভাবে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সমস্ত ফুল থেকেই মধু আহরণ করে থাকে, বুদ্ধিমান মানুষেরও তেমনই সকল ধর্ম শাস্ত্রাদি থেকে সারতত্ত্ব সংগ্রহ করা উচিত।

তাৎপর্য

মানব সমাজে মূলগত আদি তত্ত্বসারকে *বেদ* বলা হয়ে থাকে, এবং বৈদিক শাস্ত্রের সারাংশ হল কৃষ্ণভাবনামৃত বিষয়ক তত্ত্ব। তাই *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) বলা হয়েছে—*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ।* মৌমাছির কাছ থেকে বুদ্ধিমান মানুষের শিক্ষালাভ করা উচিত কিভাবে সকল তত্ত্বজ্ঞানের সারমর্ম অর্থাৎ মধু সঞ্চয় করতে হয়। মৌমাছি কখনই সারা বাগানে বা ঝোপের মধ্যে অযথা ঘোরাঘুরি করে সময় নষ্ট করে না, বরং ঠিক জায়গা থেকে আসল মধুটুকু আহরণ করে থাকে। আমরা তাই মৌমাছি এবং গর্দভের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারি কারণ গর্দভ অকারণে ভারী বোঝা বয়ে বেড়ায় মাত্র। অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানের বোঝা বয়ে বেড়ানো মানে শিক্ষা নয়; বরং নিত্য কালের আনন্দময় জীবনের উপলব্ধির দিকে যে সারগ্রাহী শিক্ষা আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলে, সেই শিক্ষা গ্রহণ করাই আমাদের কর্তব্য।

বর্তমান যুগে মানুষ সাধারণত ধর্মতত্ত্বের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা মেনে চলে, এবং তা সত্ত্বেও পরম তত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত উপলব্ধি আজও মানুষের হল না। ঐ ধরনের আত্মতৃপ্ত, বিচার বিবেচনাহীন, সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ধর্মীয় প্রবক্তাদের পক্ষে অবশ্যই এই শ্লোকে প্রদত্ত মৌমাছির দৃষ্টান্ত থেকে অনেক কিছু শিক্ষালাভের সুযোগ রয়েছে।

শ্লোক ১১

সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্নীত ভিক্ষিতম্।
পাণিপাত্রোদরামত্রো মক্ষিকেব ন সংগ্রহী ॥ ১১ ॥

সায়ন্তনম্—রাত্রের জন্য; **শ্বস্তনম্**—আগামীদিনের জন্য; **বা**—কিংবা; **ন**—না; **সংগৃহ্নীত**—গ্রহণ করা উচিত; **ভিক্ষিতম্**—ভিক্ষার অন্ন; **পাণি**—হাত দিয়ে; **পাত্রঃ**—থালা; **উদর**—পেটে; **অমত্রঃ**—ভাণ্ডাররূপে; **মক্ষিকা**—মৌমাছি; **ইব**—মতো; **ন**—না; **সংগ্রহী**—সংগ্রাহক।

অনুবাদ

সাধুব্যক্তির চিন্তা করা অনুচিত, "এই খাদ্য আমি রাত্রে খাওয়ার জন্য রেখে দেব এবং ঐ অন্য খাবারটি আমি আগামী কাল খাওয়ার জন্য সঞ্চয় করে রাখব।" পক্ষান্তরে সাধুব্যক্তি কখনই ভিক্ষালব্ধ খাদ্যসামগ্রী সঞ্চয় করে রাখবেন না। বরং তাঁর নিজের হাতগুলি কাজে লাগিয়ে তাতেই যতটুকু ধরা যায়, ততটুকু খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। তাঁর একমাত্র ভাণ্ডার হওয়া উচিত তাঁর উদর, এবং যতটুকু স্বচ্ছন্দে তাঁর উদরে স্থান পেতে পারে, ততটুকুই তাঁর সঞ্চয় করা উচিত। তাই যে লোভী মৌমাছি পরমাগ্রহে কেবলই আরও বেশি মধু সংগ্রহ এবং সঞ্চয় করতে থাকে, তাকে অনুকরণ করা মানুষের পক্ষে অনুচিত কার্য হবে।

তাৎপর্য

দু'শ্রেণীর মৌমাছি আছে—যারা ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ করে এবং যারা বাস্তবিকই মৌচাকের মধ্যে মধু উৎপন্ন করে থাকে। এই শ্লোকটিতে দ্বিতীয় ধরনের মৌমাছিদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। লোভাতুর মৌমাছি শেষ পর্যন্ত এত বেশি মধু সংগ্রহ করে থাকে যে, মৌচাকের মধ্যে সে আবদ্ধ হয়ে পড়ে; আর ঠিক তেমন করেই, জড়জাগতিক মানুষও অনাবশ্যক জাগতিক সঞ্চয়ের বোঝার মাঝে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পারমার্থিক জীবনে উন্নতি করতে আগ্রহী হলে, ঐ ধরনের পরিস্থিতি পরিহার করে চলা চাই; অবশ্য, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণের সেবাব্রতের উদ্দেশ্যে অপরিমিত জড়জাগতিক

ঐশ্বর্য সঞ্চয় করা চলতেও পারে। একে বলা হয় যুক্ত বৈরাগ্য, অর্থাৎ সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের সেবা অভিলাষে সংগৃহীত এবং সঞ্চিত হচ্ছে। কোনও সাধু যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের ব্রতসাধনে উদ্যোগী হতে না পারেন, তা হলে তাঁকে মিতব্যয়িতার চর্চা করতে হবে এবং যতটুকু তাঁর দু'হাতে এবং পেটে ধরে, শুধুমাত্র সেইটুকুই তিনি সংগ্রহ করবেন। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্যে অপরিমিত সংগ্রহ এবং সঞ্চয় করতে পারেন। বাস্তবিকই, জড়জাগতিক ঐশ্বর্য সম্পদ না থাকলে কেমন করে সারা পৃথিবীতে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসার সাধন সম্ভব হয়ে উঠবে? কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের জনহিতকর সেবাব্রতের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত অর্থ সম্পদ কিংবা সুযোগ সুবিধাগুলি যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করতে চেষ্টা করে, তাহলে সে মহা অপরাধ করবে। অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামেও যদি কেউ এমন পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে থাকে, যা অচিরেই বাস্তবিক ভগবৎ সেবায় নিবেদিত হবে, তাহলে তা প্রশংসনীয়; নতুবা, ভগবানের নামে সংগৃহীত অর্থ স্বার্থসংশ্লিষ্ট সাধারণ লোভের চরিতার্থতায় ব্যবহৃত হলে অন্যায় হবে।

শ্লোক ১২

সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্ণীত ভিক্ষুকঃ ।
মক্ষিকা ইব সংগৃহ্ণন্ সহ তেন বিনশ্যতি ॥ ১২ ॥

সায়ন্তনম্—রাত্রের জন্য নির্ধারিত; **শ্বস্তনম্**—আগামী দিনের জন্য নির্দিষ্ট; **বা**—অথবা; **ন**—না; **সংগৃহ্ণীত**—গ্রহণ করা উচিত; **ভিক্ষুকঃ**—পরিব্রাজক সন্ন্যাসী; **মক্ষিকা**—মৌমাছি; **ইব**—মতো; **সংগৃহ্ণন্**—সংগ্রহ করে; **সহ**—সঙ্গে; **তেন**—সেই সংগ্রহ; **বিনশ্যতি**—নষ্ট হয়ে যায়।

অনুবাদ

কোনও পরিব্রাজক সাধুর পক্ষে দিনের শেষে কিংবা পরের দিনে খাওয়ার উদ্দেশ্যে আহার্য সংগ্রহ করাও অনুচিত। তিনি যদি এই অনুশাসন অমান্য করেন এবং মৌমাছির মতো কেবলই বেশি বেশি সুস্বাদ্য খাদ্য সংগ্রহ করতেই থাকেন, তাহলে সেই সংগ্রহ তথা সঞ্চয়ের ফলে তার জীবনে ধ্বংস নেমে আসবে।

তাৎপর্য

ভ্রমর শব্দটির দ্বারা মৌমাছি বোঝানো হয়েছে, ফুলে ফুলে যে পতঙ্গ ঘুরে বেড়ায়, এবং *মক্ষিকা* আরও এক ধরনের মৌমাছি যা মৌচাকের মধ্যে পরম যত্নের সঙ্গে ক্রমাগত মধু সঞ্চয় করে চলে। পরিব্রাজক সাধুকে ভ্রমরের মতো হতে হয়, কারণ

যদি তিনি মক্ষিকার মতো হন, তবে তার পারমার্থিক চেতনা বিনষ্ট হয়ে যাবে। এই বিষয়টি এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, শ্লোকটির মধ্যে তা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

শ্লোক ১৩

পদাপি যুবতীং ভিক্ষুর্ন স্পৃশেদ্ দারবীমপি ।
স্পৃশন্ করীব বধ্যেত করিণ্যা অঙ্গসঙ্গতঃ ॥ ১৩ ॥

পদা—পা দিয়ে; **অপি**—এমন কি; **যুবতীম্**—তরুণী বালিকা; **ভিক্ষুঃ**—পরিব্রাজক সন্ন্যাসী; **ন**—না; **স্পৃশেৎ**—স্পর্শ করা উচিত; **দারবীম্**—দারুনির্মিত; **অপি**—এমন কি; **স্পৃশন্**—স্পর্শ করে; **করী**—হাতি; **ইব**—মতো; **বধ্যেত**—আবদ্ধ হয়; **করিণ্যাঃ**—হস্তিনীর; **অঙ্গ-সঙ্গতঃ**—শরীরের স্পর্শলাভের দ্বারা।

অনুবাদ

কোনও সাধু সজ্জন মানুষেরই তরুণী বালিকাকে স্পর্শ করাও উচিত নয়। এমন কি, নারীরূপের কোনও কাঠের পুতুলেও যেন তাঁর চরণ পর্যন্ত স্পর্শ না করে। নারীর শরীর স্পর্শের ফলে অবশ্যই তিনি মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়বেন, ঠিক যেভাবে হস্তিনীর শরীর স্পর্শের আকাঙ্ক্ষার ফলে হস্তি বন্দিদশা বরণ করতে বাধ্য হয়।

তাৎপর্য

জঙ্গলে হাতিদের ধরা হয় নিম্নরূপ পদ্ধতিতে। একটি গভীর গর্ত খনন করা হয় এবং তার উপরে ঘাস, পাতা এবং কাদামাটি ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। তারপরে একটি হস্তিনীকে সেই হস্তির সামনে দেখানো হয়, তখন মৈথুন লালসায় হস্তি তার পেছনে ছুটতে থাকে। তার ফলে হস্তিটি সেই গর্তের মধ্যে পড়ে যায় এবং বন্দী হয়ে পড়ে। হাতির এই দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষালাভ করা উচিত যে, স্পর্শ সুখের বাসনার ফলে মানুষের জীবনেও এইভাবে সর্বনাশ হয়। হস্তিনীর সাথে হস্তির ক্রীড়াসুখ ভোগের প্রবল বাসনার দৃষ্টান্ত থেকে এইভাবে মানুষ যথেষ্ট শিক্ষালাভ করা উচিত। সুতরাং, যেভাবেই হোক নারীর কামোদ্দীপক রূপের মোহে বিভ্রান্ত হওয়া পরিহার করে চলা মানুষ মাত্রেরই উচিত। মৈথুন সুখের লোভনীয় স্বপ্নচিন্তার মাঝে মনকে বিভ্রান্ত হতে দেওয়া অনুচিত। কথাবার্তা, ভাবনাচিন্তা, অঙ্গ স্পর্শ, মৈথুন সঙ্গম ইত্যাদি নানা ভাবে পুরুষ এবং নারী ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করে থাকে, এবং এই সব কিছুই এমন মায়াজাল রচনা করে, যার মাঝে মানুষ যেন পশুর মতোই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যেভাবেই হোক মৈথুন সুখের যে কোনও প্রকার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিমূলক আচরণ থেকেই মানুষকে শুদ্ধ থাকতে হয়; নতুবা, চিন্ময় জগতের উপলব্ধি অর্জন করার কোনও সম্ভাবনা নেই।

শ্লোক ১৪

নাধিগচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং প্রাজ্ঞঃ কর্হিচিন্মৃত্যুমাত্মনঃ ।
বলাধিকৈঃ স হন্যেত গজৈরন্যৈর্গজো যথা ॥ ১৪ ॥

ন অধিগচ্ছেৎ—উপভোগের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়া অনুচিত; **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রীলোক; **প্রাজ্ঞঃ**—বুদ্ধি সহকারে বিচারে সক্ষম; **কর্হিচিৎ**—কোনও সময়ে; **মৃত্যুম্**—স্বয়ং মৃত্যু; **আত্মনঃ**—নিজের জন্য; **বল**—শক্তি দিয়ে; **অধিকৈঃ**—যারা শ্রেষ্ঠ তাদের দ্বারা; **সঃ**—সে; **হন্যেত**—বিনষ্ট হবে; **গজৈঃ**—হাতিদের দ্বারা; **অন্যৈঃ**—অন্যদের দ্বারা; **গজঃ**—হাতি; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

বুদ্ধি বিচার সম্পন্ন মানুষ কখনই তার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে নারীর মনোরম রূপ উপভোগ করতে চেষ্টা করে না। কোনও হস্তি যখন কোনও হস্তিনীকে উপভোগ করতে চেষ্টা করে, তখন অন্যান্য যে সকল হস্তি সেই হস্তিনীকেই সঙ্গিনী রূপে পেতে চায়, তারা যে কোনও মুহূর্তে হাতিটিকে হত্যা করতে পারে। তেমনই, কোনও মানুষ যখন নারী সঙ্গ লাভ করতে চায়, তখন সেই নারীর প্রতি আসক্ত অন্যান্য অধিকতর বলবান পুরুষেরা তাকে হত্যা করতেও পারে।

তাৎপর্য

কোনও নারীর মনোরম রূপসৌন্দর্যে কোনও মানুষ মোহগ্রস্ত হলে, অন্য অনেক মানুষও মোহিত হতে পারে, এবং তারা অধিকতর বলবান হলে বিপদ এই যে, ঈর্ষাবশে তারা মানুষকে হত্যা করতেও পারে। তমোগুণাশ্রিত কামনার বশে পাপকর্মের অনুষ্ঠান প্রায়ই ঘটে থাকে। জড়জাগতিক জীবনধারার এই হল অন্যতম অসুবিধা।

শ্লোক ১৫

ন দেয়ং নোপভোগ্যং চ লুব্ধৈর্যদ্ দুঃখসঞ্চিতম্ ।
ভুঙ্‌ক্তে তদপি তচ্চান্যো মধুহেবার্থবিন্মধু ॥ ১৫ ॥

ন—না; **দেয়ম্**—অন্য সকলকে দান বিতরণ; **ন**—না; **উপভোগ্যম্**—নিজের উপভোগের জন্য; **চ**—ও; **লুব্ধৈঃ**—যারা লোভী তাদের দ্বারা; **যৎ**—যা; **দুঃখ**—বহু দুঃখকষ্টে; **সঞ্চিতম্**—সংগৃহীত; **ভুঙ্‌ক্তে**—সে ভোগ করে; **তৎ**—তা; **অপি**—তা সত্ত্বেও; **তৎ**—তা; **চ**—ও; **অন্যঃ**—অপর কেহ; **মধু-হা**—মৌচাক থেকে যে মধু অপহরণ করে নেয়; **ইব**—মতো; **অর্থ**—অর্থ সম্পদ; **বিৎ**—যে চিনতে পারে; **মধু**—মধু।

অনুবাদ

লোভী মানুষ বিপুল সংগ্রাম এবং কষ্ট স্বীকারের মাধ্যমে বিরাট পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করে থাকে, কিন্তু এই সম্পদ আহরণের জন্য যে মানুষ এত সংগ্রাম করে, সে সব সময়ে তা নিজে ভোগ করতে পারে না কিংবা অন্যকে দান ধ্যান করতেও পারে না। লোভী মানুষ ঠিক মৌমাছিরই মতো যেন বিপুল পরিমাণে মধু সংগ্রহ করতেই থাকে, তারপরে তা এমন কেউ চুরি করে নিয়ে যায়, যে নিজে ভোগ করে কিংবা অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়। যেভাবেই যত্ন সহকারে মানুষ তার কষ্টার্জিত ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখতে কিংবা সঞ্চিত করতে চেষ্টা করুক, তেমনই আরও কিছু চতুর মানুষ তার সন্ধান পেয়ে ঠিক সেগুলি অপহরণ করে নেয়।

তাৎপর্য

কেউ হয়ত বলতে পারে যে, বিত্তশালী মানুষ এমন কৌশলে তার অর্থ সম্পদ ব্যাঙ্কে, শেয়ারে, সম্পত্তি বা নানাভাবে গচ্ছিত করার মাধ্যমে গোপন রাখতে পারে যে, চুরি যাওয়ার কোনই বিপদ থাকে না। কেবল মাত্র মূর্খ লোকেরাই প্রকৃতপক্ষে মাটির নিচে কিংবা মাদুরের তলায় টাকা পয়সা লুকিয়ে রাখে। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ সম্পদ অতি উন্নত ধন তান্ত্রিক দেশগুলিতে সঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও, এই সব দেশগুলি বহু শত্রুর মাধ্যমে ভীষণভাবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকে যেন সেই শত্রুরা যে কোনও মুহূর্তে ধনী সম্প্রদায়ের মানুষদের পরাভূত করে তাদের সকল সম্পদ অপহরণ করে নিতে পারে। সেইভাবেই, আমরা প্রায় লক্ষ্য করে থাকি যে, বিত্তশালী মানুষদের সন্তানেরা অপহৃত হচ্ছে, এবং তারপরে তাদের পিতা-মাতা বিপুল অর্থ মুক্তিপণ দিতে বাধ্য হন। কখনও বা পিতা-মাতারা নিজেরাই অপহৃত হয়ে যেতে পারেন। এছাড়াও, অর্থ বিনিয়োগ সংক্রান্ত উপদেষ্টার নামে কিছু লোক আছে যারা ধনী মানুষদের অর্থ অপহরণে পটু; এবং আধুনিক যুগের রাষ্ট্রব্যবস্থার সরকারী দফতরগুলিও কর আদায়ের মাধ্যমে অর্থ অপহরণের কলাকৌশল আয়ত্ত করেছে। এই কারণেই, এই শ্লোকে *অর্থবিৎ* শব্দটি বোঝায় যে, কোনও কোনও মানুষ অন্য মানুষের বহু কষ্টার্জিত ধনসম্পদ নানা ছলকৌশলের মাধ্যমে অপহরণে পটু হয়ে থাকে। মৌমাছিরা উদ্‌ভ্রান্তের মতো মধু উৎপন্ন করতে থাকে, কিন্তু তাদের মধু তারা উপভোগ করবে না। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্* "আমি স্বয়ং মূর্তিমান মৃত্যুরূপে আসব এবং সবকিছুই অপহরণ করে নেব।" (*গীতা* ১০/৩৪) যেভাবেই হোক, মানুষের কষ্টোপার্জিত জাগতিক ঐশ্বর্য-সম্পদ অপহৃত হবেই, এই শ্লোকে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই ভাবেই মূর্খ মৌমাছির মতো বৃথা কাজ করাও উচিত নয়।

শ্লোক ১৬

সুদুঃখোপার্জিতৈর্বিত্তৈরাশাসানাং গৃহাশিষঃ ।
মধুহেবাগ্রতো ভুঙ্‌ক্তে যতির্বৈ গৃহমেধিনাম্‌ঃ ॥ ১৬ ॥

সু-দুঃখ—বিপুল সংগ্রাম করে; **উপার্জিতৈঃ**—যা উপার্জিত হয়েছে; **বিত্তৈঃ**—জাগতিক সম্পদ; **আশাসানাম্**—যারা একান্তভাবে আশা করে; **গৃহ**—গার্হস্থ্য সুখভোগ সম্পর্কিত; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **মধু-হা**—মৌমাছির কাছ থেকে যে মানুষ মধু চুরি করে নিয়ে যায়; **ইব**—মতো; **অগ্রতঃ**—প্রথমে, অন্য সকলের আগে; **ভুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করে; **যতিঃ**—সাধু পরিব্রাজক; **বৈ**—অবশ্যই; **গৃহ-মেধিনাম্**—জাগতিক গার্হস্থ্য জীবনে আত্মনিবেদন।

অনুবাদ

মৌমাছিদের পরিশ্রমে তৈরি মধু যেমন শিকারী নিয়ে চলে যায়, তেমনই ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের মতোই সাধু পরিব্রাজকেরাও গৃহমেধী গৃহস্থদের কষ্টার্জিত সম্পদ উপভোগের যোগ্যতা লাভ করেন।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে বলা হয়েছে, "গৃহস্থদের তৈরি উপাদেয় খাদ্যসম্ভার সন্ন্যাস এবং ব্রহ্মচারী আশ্রমভুক্ত পরিব্রাজক সাধুদের জন্যই উপভোগের প্রথম অধিকার থাকে। ঐসকল খাদ্য সামগ্রী প্রথমে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন তথা উৎসর্গ না করে গৃহস্থেরা যদি সেইগুলি ভোগ করে, তাহলে সেই ধরনের অন্যমনা গৃহস্থদের অবশ্যই *চান্দ্রায়ণম্* তথা একাদশীর উপবাস ব্রত উদ্‌যাপন করতে হয়।" গার্হস্থ্য জীবনে অবশ্যই অকাতরে দানধ্যানের মাধ্যমে স্বার্থপরতার স্বাভাবিক প্রবণতা জয় করা উচিত। আধুনিক সমাজ নির্বোধের মতো এই ধরনের বৈদিক অনুশাসনাদি অনুসরণ করে না, এবং তার ফলে ঈর্ষাপরায়ণ গৃহমেধী, অর্থাৎ গার্হস্থ্য জীবনে নিজের সুখতৃপ্তির উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণভাবে একাত্মতার সঙ্গে আত্মনিবেদিত লোকেরাই পৃথিবী ভরিয়ে তুলেছে। সুতরাং, হিংসা-বিদ্বেষ ও দুঃখ-কষ্টের অদম্য তাড়নায় সমগ্র জগৎ আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। শান্তিতে জীবন যাপন করতে হলে, গার্হস্থ্য জীবন বিধিবদ্ধ ভাবে গড়ে তোলার জন্য বৈদিক অনুশাসনাদি অবশ্যই পালন করতে হবে। যদিও গৃহস্থেরা অর্থ সঞ্চয় গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রম করে থাকে, তবে সেই পরিশ্রমের ফললাভের প্রথম অধিকার সাধু সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীদেরই জন্য নির্ধারিত থাকে। পরিশেষে বলা উচিত যে, কৃষ্ণভাবনামৃত বিষয়ক পারমার্থিক অগ্রগতির বিষয়েই প্রাথমিক উপযোগিতা বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং তার মাধ্যমেই নিজেদের জীবন সার্থক করে তুলতে হয়। তখন কোনও প্রকার উদ্যোগ ছাড়াই, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপাবলে মানুষের যা কিছু প্রয়োজন, তা সবই পাওয়া যেতে থাকে।

শ্লোক ১৭

গ্রাম্যগীতং ন শৃণুয়াদ্ যতির্বনচরঃ ক্বচিৎ ।
শিক্ষেত হরিণাদ্ বদ্ধান্মৃগয়োর্গীতমোহিতাৎ ॥ ১৭ ॥

গ্রাম্য—ইন্দ্রিয় ভোগতৃপ্তি বিষয়ক; **গীতম্**—গানবাজনা; **ন**—না; **শৃণুয়াৎ**—তার শোনা উচিত; **যতিঃ**—পরিব্রাজক সাধু; **বন**—বনে; **চরঃ**—বিচরণ; **ক্বচিৎ**—কখনও; **শিক্ষেত**—শিক্ষা করা উচিত; **হরিণাৎ**—হরিণের কাছে; **বদ্ধাৎ**—বদ্ধ হয়ে; **মৃগয়োঃ**—শিকারীর; **গীত**—গানের দ্বারা; **মোহিতাৎ**—মোহিত হয়ে।

অনুবাদ

বনবাসী সাধু সন্ন্যাসীদের পক্ষে জাগতিক আনন্দ বিধানের উপযোগী গান বাজনা শোনা অনুচিত। অবশ্যই সাধু ব্যক্তি মাত্রেরই মনোযোগ সহকারে হরিণের দৃষ্টান্ত অনুসরণের প্রয়াস করা উচিত, কারণ শিকারীর শিঙার শব্দ শুনে বিভ্রান্ত হয় এবং তাই ধরা পড়ে প্রাণ হারায়।

তাৎপর্য

জড়জাগতিক গান-বাজনার তৃপ্তিসুখ ভোগের দিকে আসক্ত হলে, জাগতিক বন্ধনের সকল লক্ষণ জাগতে থাকে। সব মানুষেরই তাই *ভগবদ্গীতা*, অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের কণ্ঠে যে গীত উচ্চারিত হয়েছে, তাই শোনা উচিত।

শ্লোক ১৮

নৃত্যবাদিত্রগীতানি জুষন্ গ্রাম্যাণি যোষিতাম্ ।
আসাং ক্রীড়নকো বশ্য ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগীসুতঃ ॥ ১৮ ॥

নৃত্য—নাচ; **বাদিত্র**—বাজনা; **গীতানি**—গান; **জুষন্**—চর্চা; **গ্রাম্যাণি**—ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বিষয়ক; **যোষিতাম্**—স্ত্রীলোকদের; **আসাম্**—তাদের; **ক্রীড়নকঃ**—পুতুলের মতো; **বশ্যঃ**—সম্পূর্ণ বশীভূত; **ঋষ্য-শৃঙ্গঃ**—ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি; **মৃগী-সুতঃ**—মৃগী মুনির পুত্র।

অনুবাদ

সুন্দরী স্ত্রীলোকদের জাগতিক গান, নাচ এবং বাজনার অনুষ্ঠানে আকৃষ্ট হয়ে মৃগীমুনির পুত্র মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গও পালিত পশুর মতো তাদের বশীভূত হয়ে পড়েছিলেন।

তাৎপর্য

মৃগীমুনির কনিষ্ঠ পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে বিশেষভাবে তাঁর পিতা সম্পূর্ণ নির্মল নির্দোষ পরিবেশে প্রতিপালন করেছিলেন। মৃগীমুনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর পুত্রকে

যদি কখনও নারীদর্শনের সুযোগ না দেওয়া হয়, তা হলে সে যথার্থ ব্রহ্মচারী হয়েই সর্বদা থাকতে পারবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে প্রতিবেশী রাজ্যের অধিবাসীরা দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টিতে কষ্টভোগ করছিল বলে দৈব্যবাণী লাভ করে যে, ঋষ্যশৃঙ্গ নামে ব্রাহ্মণ তাদের রাজ্যে পদার্পণ করলে তবেই সে আবার বৃষ্টিপাত হতে থাকবে। সুতরাং ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে তারা মৃগীমুনির আশ্রমে সুন্দরী স্ত্রীলোকদের পাঠিয়ে দিয়েছিল। যেহেতু ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি কখনই স্ত্রীলোকদের বিষয়ে কিছু শোনেননি, তাই অনায়াসেই তাদের প্রলোভনে তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ নামটি বোঝায় যে, তরুণ ঋষিবর তাঁর কপালে হরিণের মতো উৎপন্ন শৃঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যদি হরিণের মতো কোনও ঋষি ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির প্রলোভনে সুমিষ্ট গীতবাদ্যের শব্দে আকৃষ্ট হন, তবে হরিণের মতোই তিনি অচিরে পরাভূত হন। হরিণ যেভাবে সঙ্গীতবাদ্যের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির আকর্ষণে বিপদগ্রস্ত হয়, তা থেকে বুদ্ধিমান মানুষেরা বিনম্রভাবে শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত।

শ্লোক ১৯

জিহ্বয়াতিপ্রমাথিন্যা জনো রসবিমোহিতঃ ।
মৃত্যুমৃচ্ছত্যসদ্‌বুদ্ধির্মীনস্তু বড়িশৈর্যথা ॥ ১৯ ॥

জিহ্বয়া—জিহ্বার দ্বারা; **অতি-প্রমাথিন্যা**—যা বিশেষ বিরক্তিকর; **জনঃ**—মানুষ; **রস-বিমোহিতঃ**—আস্বাদনের আকর্ষণে প্রলুব্ধ; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **ঋচ্ছতি**—লাভ করে; **অসৎ**—অপ্রয়োজনীয়; **বুদ্ধিঃ**—যার বুদ্ধি; **মীনঃ**—মাছ; **তু**—অবশ্য; **বড়িশৈঃ**—বঁড়শি দ্বারা; **যথা**—যেভাবে।

অনুবাদ

মাছ যেভাবে তার জিহ্বার আস্বাদনের লোভে ধীবরের বঁড়শিতে মারাত্মকভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তেমনই মূর্খ লোকেও জিহ্বার অতি লোভময় আকাঙ্ক্ষায় বিচলিত হয়ে বিনষ্ট হয়।

তাৎপর্য

ধীবর ধারালো বঁড়শিতে সুস্বাদু টোপ লাগায় এবং অনায়াসে মূর্খ মাছকে আকর্ষণ করে আনে, কারণ তার জিহ্বার সুখের লোভে সে প্রলুব্ধ হয়। তেমনই, সব মানুষই তাদের জিহ্বাকে পরিতৃপ্ত করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে এবং তাদের খাদ্যাভ্যাসে সমস্ত বাছবিচার হারিয়ে ফেলে। ক্ষণিকের সুখাস্বাদনের জন্য তারা বিশাল কসাইখানা গড়ে তোলে এবং লক্ষ লক্ষ নিরীহ প্রাণীদের হত্যা করে এবং ঐভাবে নিষ্ঠুর

ব্যথাবেদনা দেওয়ার ফলে তাদের নিজেদেরই অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ গড়ে তোলে। কিন্তু মানুষ যদি বেদশাস্ত্রে অনুমোদিত খাদ্য সামগ্রীও শুধুমাত্র গ্রহণ করে, তা সত্ত্বেও বিপদাশঙ্কা থাকে। মানুষ অত্যধিক পরিমাণে আহার করতে পারে এবং তখন অনাবশ্যকভাবে পরিপূর্ণ উদরের ফলে যৌনাঙ্গগুলিতে চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। তার ফলে মানুষ প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের নিম্নতর পর্যায়গুলিতে অধঃপতিত হয় এবং এমন পাপকর্ম করতে থাকে, যার ফলে তার পারমার্থিক জীবনের মৃত্যু ঘটে। মাছের জীবনাভ্যাস থেকে জিহ্বা লালসা পরিতৃপ্তির যথার্থ বিপদাশঙ্কা সম্পর্কে মানুষের সযত্নে শিক্ষালাভ করা উচিত।

শ্লোক ২০

ইন্দ্রিয়াণি জয়ন্ত্যাশু নিরাহারা মনীষিণঃ ।
বর্জয়িত্বা তু রসনং তন্নিরন্নস্য বর্ধতে ॥ ২০ ॥

ইন্দ্রিয়াণি—জড়েন্দ্রিয়গুলি; **জয়ন্তি**—তারা জয় করে; **আশু**—অচিরে; **নিরাহারাঃ**—যারা সব কিছু থেকে ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারে; **মনীষিণঃ**—শিক্ষিতজন; **বর্জয়িত্বা**—তা ছাড়া; **তু**—অবশ্য; **রসনম্**—জিহ্বা; **তৎ**—তার বাসনা; **নিরন্নস্য**—উপবাসী; **বর্ধতে**—বৃদ্ধি পায়।

অনুবাদ

উপবাসের মাধ্যমে জ্ঞানী মানুষ অতি শীঘ্র জিহ্বা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতে পারে কারণ আহারাদি সংযমের মাধ্যমে ঐ ধরনের মানুষ রসনেন্দ্রিয় তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষায় বিচলিত হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, উদর পূর্ণ হলে অন্তরে শান্তি বিরাজ করে। তাই, প্রচুর পরিমাণে যে আহার করে, সে উফুল্ল হয়, এবং কেউ যদি যথার্থ খাদ্য আহারে বঞ্চিত হয়, তা হলে তার ক্ষুধা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। অবশ্য বুদ্ধিমান মানুষ জিহ্বার নিয়ন্ত্রণাধীন হয় না, বরং সে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনেই আগ্রহ বোধ করতে থাকে। ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত আহার্য (ভগবৎ প্রসাদ) থেকে অবশিষ্টাংশ মাত্র গ্রহণে ভগবদ্ভক্ত ক্রমশই অন্তরে শুদ্ধতা অর্জন করতে থাকে এবং আপনা হতেই সহজ সরল আচরণের মাধ্যমে পবিত্র হয়ে ওঠে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সুবাসে আত্মতৃপ্তি অর্জন করাই জিহ্বার কাজ, কিন্তু ব্রজমণ্ডল তথা বৃন্দাবনের দ্বাদশ পবিত্র উপবনে ভ্রমণ করেই মানুষ জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উপযোগী দ্বাদশ

সুগন্ধ লাভের প্রলোভন থেকে মুক্তি অর্জন করতে পারে। জড়জাগতিক সম্বন্ধের পাঁচটি প্রধান মুখ্য বিভাগ হল শুদ্ধ শান্ত (নির্বিকার প্রশংসা), দাস্য (সেবা), সখ্য (বন্ধুত্ব), বাৎসল্য (পিতৃমাতৃ স্নেহ), এবং মধুর (দাম্পত্য প্রেম); সাতটি গৌণ জড়জাগতিক সম্বন্ধের বৈশিষ্ট্য হল হাস্য (জাগতিক কৌতুক), অদ্ভুত (বিস্ময়), ধীর (সাহসিকতা), করুণ (সহমর্মিতা), রৌদ্র (ক্রোধ), বীভৎস (ভয়ানক), এবং ভয় (ভীতিপ্রদ)। মূলত, এই বারোটি রস অর্থাৎ সম্বন্ধ সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যাদি চিন্ময় জগতে পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং জীবের মধ্যে বিনিময় হতে থাকে; শ্রীবৃন্দাবন ধামের দ্বাদশ বনে উপবনে বিচরণের মাধ্যমেই মানুষ দ্বাদশ রসের আস্বাদন উপভোগ করতে পারে। এই ভাবেই যে কেউ মুক্ত জীবাত্মা হয়ে সকল জড়জাগতিক বাসনা থেকে মুক্ত হতে পারে। যদি কেউ কৃত্রিমভাবে প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইন্দ্রিয় উপভোগ বর্জন করতে চায়, বিশেষত জিহ্বার সংযম করতে চেষ্টা করে, তবে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। এবং বাস্তবিকই ইন্দ্রিয় উপভোগের প্রবণতাকে কৃত্রিম উপায়ে বঞ্চিত করার ফলে সেই প্রবণতা প্রাবল্য লাভ করবে। শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সাথে দিব্য সম্পর্ক গড়ে তোলার চিন্ময় আনন্দ উপলব্ধির মাধ্যমেই মানুষ জড়জাগতিক ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করতে পারবে।

শ্লোক ২১

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্ বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্ ।
ন জয়েদ্ রসনং যাবজ্জিতং সর্বং জিতে রসে ॥ ২১ ॥

তাবৎ—তবুও; জিত-ইন্দ্রিয়ঃ—ইন্দ্রিয়াদি জয় করতে যে পেরেছে; ন—না; স্যাৎ—পারে; বিজিত-অন্য-ইন্দ্রিয়ঃ—অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়াদি জয় করতে যে পেরেছে; পুমান্—মানুষ; ন জয়েৎ—জয় করতে পারে না; রসনম্—জিহ্বা; যাবৎ—যতক্ষণ; জিতম্—জয় করে; সর্বম্—সব কিছু; জিতে—যখন জয় করা হয়; রসে—রসনা।

অনুবাদ

যদিও মানুষ তার অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করতে পারে, তবু যতক্ষণ না তার জিহ্বাকে জয় করা যাচ্ছে, ততক্ষণ তাকে জিতেন্দ্রিয় বলা চলে না। অবশ্যই জিহ্বার সংযম করতে যে সক্ষম হয় তখনই বুঝতে হবে সকল ইন্দ্রিয়েরই পূর্ণ সংযমী সে হয়েছে।

তাৎপর্য

আহারের মাধ্যমেই মানুষ অন্য সকল ইন্দ্রিয়াদিকে শক্তি সামর্থ্য দিয়ে থাকে, এবং তাই যদি জিহ্বাকে সংযত না করা যায়, তাহলে অন্য সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলিও

জড়জাগতিক জীবন ধারার নিম্নস্তরে আকৃষ্ট হতে থাকবে। সুতরাং যেভাবেই হোক, জিহ্বাকে সংযত করতে হবেই। যখন মানুষ উপবাস করে, তখন তার অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি দুর্বল হয়ে তাদের শক্তি সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে। অবশ্য, জিহ্বা সুস্বাদু খাদ্য আহারের জন্য আরও লোভী হয়ে ওঠে। এবং যখন মানুষ জিহ্বাকে প্রাধান্য দেয়, তখন অচিরেই অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। তাই, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর পরামর্শ দিয়েছেন যে, সামান্য পরিমাণে ভগবানের মহাপ্রসাদ আহার সেবন করাই উচিত। যেহেতু জিহ্বা সততই কম্পিত হতে থাকে, তাই পরমেশ্বর ভগবানের নাম জপকীর্তনের মাধ্যমেই তাকে কম্পিত রাখা উচিত এবং শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন করা প্রয়োজন। তাই *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—*রসবর্জং রসোঽপ্য অস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*—যে সমস্ত ভয়াবহ নিম্ন পর্যায়ের রুচি মানুষকে জড়জাগতিক বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে, তা থেকে একমাত্র কৃষ্ণভাবনামৃতের পরম আস্বাদনের মাধ্যমেই মুক্তি লাভ করা সম্ভব হয়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, মানুষের চেতনা যতক্ষণ জড়জাগতিক চিন্তাভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, ততক্ষণ তার পক্ষে কৃষ্ণভাবনামৃতের পরমানন্দময় আস্বাদন উপভোগ করা সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণ উপলব্ধি বিহনে জীব যতদিন জগৎ সুখ ভোগ করতে চায়, ততক্ষণ সে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ধামের প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে, পরমধাম হল ব্রজভূমি এবং তার ফলে জীব এই জড় জগতে অধোগতি লাভ করে আর ক্রমশই নিজ ইন্দ্রিয়াদির সংযম হারাতে থাকে। বিশেষত জিহ্বা, উদর এবং উপস্থ এই ইন্দ্রিয়গুলির দাস হয়ে পড়তে হয়, কারণ এইগুলির মাধ্যমেই বদ্ধজীব অদম্য সুখতৃপ্তি ভোগ করতে থাকে। তবে সকল সুখতৃপ্তির উৎস পরমেশ্বর ভগবানের সাথে যখন জীব সচ্চিদানন্দময় সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করতে পারে, তখন অবশ্য ঐ সকল বাসনা অবদমিত হয়। কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের সংস্পর্শে যে মানুষ এসেছে, স্বভাবতই সে তখন বিশুদ্ধ সত্ত্ব অর্থাৎ শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণের ফলে ধর্ম জীবনের সকল বিধিনিয়মাদি অনুসরণ করতে থাকে। ঐ ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ বিনা মানুষ অবশ্যই জড়েন্দ্রিয়গুলির প্রবল চাপে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। এমন কি ভক্তি সাধনার প্রাথমিক পর্যায়েও, সাধনভক্তি তথা বিধিবদ্ধ আচরণ অভ্যাসের সময়েও ভগবদ্ভক্তি এমনই শক্তি সঞ্চার করে থাকে, যার ফলে মানুষ অনর্থ নিবৃত্তির পর্যায়ে উন্নীত হতে থাকে, যখন মানুষ অবাঞ্ছিত পাপকর্মাদি থেকে মুক্ত হয় এবং জিহ্বা, উদর ও উপস্থের দাবি থেকে মুক্তি পায়। এই ভাবে মানুষ জড়জাগতিক প্রবণতা থেকে মুক্তি লাভ করে জড়া শক্তির প্রলোভনে আর বঞ্চিত হয় না। তাই বলা হয়,

ঝকমক করলেই সোনা হয় না। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর পরামর্শ দিয়েছেন যে, এই বিষয়ে তাঁর পিতৃদেব শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিম্নরূপ যে ভক্তিগীতি রচনা করেছিলেন, তা আমাদের অনুধাবন করা উচিত—

শরীর অবিদ্যাজাল জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল,
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে ।
তার মধ্যে জিহ্বা অতি লোভময় সুদুর্মতি,
তাকে জেতা কঠিন সংসারে ॥
কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়,
স্বপ্রসাদ অন্ন দিলা ভাই ।
সেই অন্নামৃত পাও রাধাকৃষ্ণ গুণ গাও,
প্রেমে ডাকো চৈতন্য নিতাই ॥

"হে ভগবান, এই শরীর অবিদ্যার জালে বিজড়িত, এবং তার মধ্যে জড়েন্দ্রিয়গুলি যেন মৃত্যু পথের জাল পেতেছে। যে ভাবেই হোক, আমরা জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের মহাসমুদ্রে পতিত হয়েছি, এবং এই সবকিছুর মধ্যে জিহ্বাই সবচেয়ে বেশি মহা বিপজ্জনক নিয়ন্ত্রণহীন ইন্দ্রিয়, তাকে জয় করা অতি কঠিন কাজ। কিন্তু হে কৃষ্ণ, আপনি বড়ই দয়াময়, তাই এই জিহ্বার লোভ জয় করার উদ্দেশ্যে আপনি কৃপা করে আপনার উপাদেয় প্রসাদ আমাদের দিয়েছেন। এখন আমরা এই প্রসাদ গ্রহণ করছি পরম তৃপ্তিভরে এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের গুণগান করছি।

শ্লোক ২২

পিঙ্গলা নাম বেশ্যাসীদ্ বিদেহনগরে পুরা ।
তস্যা মে শিক্ষিতং কিঞ্চিন্নিবোধ নৃপনন্দন ॥ ২২ ॥

পিঙ্গলা নাম—পিঙ্গলা নামে; **বেশ্যা**—বারনারী; **আসীৎ**—ছিল; **বিদেহ-নগরে**—বিদেহ নামক নগরে; **পুরা**—পুরাকালে; **তস্যাঃ**—তার কাছ থেকে; **মে**—আমার দ্বারা; **শিক্ষিতম্**—যা শিখেছিলাম; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **নিবোধ**—এখন আপনি শিখুন; **নৃপ-নন্দন**—হে রাজনন্দন।

অনুবাদ

হে রাজপুত্র, পুরাকালে বিদেহ নগরে পিঙ্গলা নামে এক বারনারী বাস করত। এখন কৃপা করে শুনুন, সেই নারীর কাছ থেকে আমি কি শিক্ষা লাভ করেছি।

শ্লোক ২৩

সা স্বৈরিণ্যেকদা কান্তং সঙ্কেত উপনেষ্যতী ।
অভূৎ কালে বহির্দ্বারে বিভ্রতি রূপমুত্তমম্ ॥ ২৩ ॥

সা—সে; স্বৈরিণী—বারনারী; একদা—একদিন; কান্তম্—গ্রাহক; সঙ্কেত—তার গৃহে; উপনেষ্যতী—এনেছিল; অভূৎ—সে দাঁড়িয়েছিল; কালে—রাত্রে; বহিঃ—বাইরে; দ্বারে—দরজায়; বিভ্রতি—উন্মুক্ত করে; রূপম্—তাঁর রূপ; উত্তমম্—অতি মনোরম।

অনুবাদ

একদা সেই বারনারী তার ঘরে গ্রাহককে নিয়ে আসার জন্য রাত্রি কালে তার মনোহারী রূপ সৌন্দর্য নিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিল।

শ্লোক ২৪

মার্গ আগচ্ছতো বীক্ষ্য পুরুষান্ পুরুষর্ষভ ।
তান্ শুল্কদান্ বিত্তবতঃ কান্তান্ মেনেঽর্থকামুকী ॥ ২৪ ॥

মার্গে—সেই পথে; আগচ্ছতঃ—যারা আসছিল; বীক্ষ্য—তাই লক্ষ্য করে; পুরুষান্—লোকগুলি; পুরুষ-ঋষভ—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ; তান্—তাদের; শুল্ক-দান্—যারা মূল্য দেয়; বিত্ত-বতঃ—বিত্তবান; কান্তান্—গ্রাহক বা প্রেমিক; মেনে—সে মনে করেছিল; অর্থ-কামুকী—অর্থ কামনায়।

অনুবাদ

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এই বারনারী খুবই অর্থলোভী ছিল, এবং যখন সে রাত্রিবেলা পথে দাঁড়িয়ে থাকত, তখন পথ দিয়ে যত মানুষ যেত, তাদের সকলকেই দেখত আর মনে করত, "আহা, এই লোকটার নিশ্চয়ই টাকা আছে। জানি, ঐ লোকটা পয়সা খরচ করতে পারে, আর আমার নিশ্চিত মনে হয় আমার সঙ্গে থাকলে ওর খুব আনন্দ হবে।" এই ভাবে পথের সব মানুষদের নিয়ে চিন্তা করত।

শ্লোক ২৫-২৬

আগতেষ্বপযাতেষু সা সঙ্কেতোপজীবিনী ।
অপ্যন্যো বিত্তবান্ কোঽপি মামুপৈষ্যতি ভূরিদঃ ॥ ২৫ ॥
এবং দুরাশয়া ধ্বস্তনিদ্রা দ্বার্যবলম্বতী ।
নির্গচ্ছন্তি প্রবিশতী নিশীথং সমপদ্যত ॥ ২৬ ॥

আগতেষু—যখন তারা আসে; অপযাতেষু—এবং চলে যায়; সা—সে; সঙ্কেতঃ-উপজীবিনী—যার একমাত্র জীবিকা বেশ্যাবৃত্তি; অপি—হয়তো; অন্যঃ—অন্য কেউ; বিত্ত-বান্—অর্থবান; কঃ অপি—অন্য কেউ; মাম্—আমাকে; উপৈষ্যতি—ভালবাসা জানাতে এগিয়ে যেত; ভূরি-দঃ—এবং সে অনেক টাকা দেবে; এবম্—এইভাবে; দুরাশয়া—বৃথা আশায়; ধ্বস্ত—বিনষ্ট; নিদ্রা—তার ঘুম; দ্বারি—দরজায়; অবলম্বতী—কেবল দাঁড়িয়ে থেকে; নির্গচ্ছন্তি—পথে বেরিয়ে; প্রবিশতী—ঘরে ঢুকে; নিশীথম্—মধ্যরাত্রে; সম-পদ্যত—পৌঁছত।

অনুবাদ

বারনারী পিঙ্গলা গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে বহু লোক তার বাড়ির কাছ দিয়ে আসত যেত। তার একমাত্র জীবিকা ছিল বেশ্যাবৃত্তি, এবং তাই সে উদ্বিগ্ন হয়ে মনে করত, "এখন যে লোকটা আসছে, ওর নিশ্চয় অনেক টাকা পয়সা আছে.....আহা, ও-তো থামল না, কিন্তু অন্য কেউ নিশ্চয়ই আসবে। এই যে লোকটা আসছে, এখন সে আমার আদর ভালবাসার ফলে নিশ্চয়ই অনেক টাকাপয়সা দেবে।" এইভাবে বৃথা আশা নিয়ে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েই থাকত, তার কাজ হত না এবং ঘুমনোও হত না। উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় কখনও সে রাস্তার দিকে বেরত আবার কখনো তার ঘরের মধ্যে ঢুকে যেত। এই ভাবেই, ক্রমশ মধ্যরাত এসে পড়ত।

শ্লোক ২৭

তস্যা বিত্তাশয়া শুষ্যদ্‌বক্ত্রয়া দীনচেতসঃ ।
নির্বেদঃ পরমো জজ্ঞে চিন্তাহেতুঃ সুখাবহঃ ॥ ২৭ ॥

তস্যাঃ—তার; বিত্ত—টাকার জন্য; আশয়া—আশায়; শুষ্যৎ—শুকিয়ে গেল; বক্ত্রায়া—তার মুখ; দীন—ম্লান; চেতসঃ—তার মন; নির্বেদঃ—নির্বিকার; পরমঃ—অত্যন্ত; জজ্ঞে—জাগরিত হল; চিন্তা—দুর্ভাবনা; হেতুঃ—কারণে; সুখ—আনন্দ; আবহঃ—আসন্ন।

অনুবাদ

রাত্রি গভীর হলে অর্থাকাঙ্ক্ষী বারনারী বিষম হতাশা ভোগ করতে লাগল এবং তার মুখ শুকিয়ে গেল। এইভাবে অর্থের আশায় তার মনে গভীর উৎকণ্ঠা জাগল এবং সেই অবস্থা থেকে তার মনে বিপুল নিরাসক্তির সৃষ্টি হয়েছিল, এবং তার ফলে তার মনে শান্তি জাগে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকগুলি থেকে বোঝা যায় যে, এই বিশেষ রাত্রিটিতে বারনারী পিঙ্গলা তার গৃহে গ্রাহক আকর্ষণ করতে মোটেই পারেনি। সম্পূর্ণ হতাশ এবং ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সে ক্রমশ তার দুরবস্থায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে। এই ভাবেই, প্রবল দুঃখকষ্ট থেকেই অনেকে যথার্থ আত্ম-উপলব্ধির পথে এগিয়ে যায়; কিংবা, সংস্কৃত প্রবাদ অনুসারে, হতাশা বিষাদ থেকেই বিপুল সান্ত্বনা লাভ হয়।

ঐ বারনারী বহু লোকের কাম বাসনা তৃপ্ত করার জন্যই তার জীবন অতিবাহিত করেছিল। কায়মনোবাক্যে তার খরিদ্দারদের মন সন্তুষ্টির জন্য সে সম্পূর্ণভাবে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবাভক্তির চর্চা করতে ভুলে গিয়েছিল, আর তাই তার মন অত্যন্ত অস্থির হয়ে থাকত। অবশেষে, সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল, এবং তার দুরবস্থায় বিরক্ত হয়ে উঠল, আর তখনই তার মনে সুখানুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল।

শ্লোক ২৮

তস্যা নির্বিণ্ণচিত্তায়া গীতং শৃণু যথা মম ।
নির্বেদ আশাপাশানাং পুরুষস্য যথা হ্যসিঃ ॥ ২৮ ॥

তস্যাঃ—তার; **নির্বিণ্ণ**—বিরক্ত হয়ে; **চিত্তায়াঃ**—যার মন; **গীতম্**—গীত; **শৃণু**—দয়া করে শুনুন; **যথা**—যেমন; **মম**—আমার কাছ থেকে; **নির্বেদঃ**—নিরাসক্ত; **আশা**—ভরসা; **পাশানাম্**—জালের; **পুরুষস্য**—মানুষের; **যথা**—যেমন; **হি**—অবশ্য; **অসিঃ**—তরবারি।

অনুবাদ

সেই বারনারী তার জীবনের জড়জাগতিক দুরবস্থায় বিরক্ত হয়ে বিশেষভাবে নিরাসক্ত বোধ করতে লাগল। বাস্তবিকই, নিরাসক্তি যেন তরবারির মতোই জড়জাগতিক আশা আকাঙ্ক্ষার জাল ছিন্ন করে দেয়। সেই অবস্থায় বারনারী যে গানটি গেয়েছিল আমার কাছে তা শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

জড় জগতে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করা যাবে, এমন মিথ্যা ধারণা যে করে তার মনে জাগতিক বাসনার জাল সৃষ্টি হতে থাকে। নিরাসক্তির সুতীক্ষ্ণ তরবারি দিয়ে সেই জালের বন্ধন ছিন্ন করতে হয়; নতুবা পারমার্থিক ভাবধারা সম্বলিত মুক্ত জীবন সম্পর্কে উপলব্ধিবিহীন মায়াজালে মানুষ আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়।

শ্লোক ২৯

ন হ্যঙ্গাজাতনির্বেদো দেহবন্ধং জিহাসতি ।
যথা বিজ্ঞানরহিতো মনুজো মমতাং নৃপ ॥ ২৯ ॥

ন—করে না; হি—অবশ্যই; অঙ্গ—হে রাজা; অজাত—যে অভ্যাস করেনি; নির্বেদঃ—অনাসক্তি; দেহ—জড় দেহের; বন্ধম্—বন্ধন; জিহাসতি—ত্যাগ করতে চায়; যথা—যে ভাবে; বিজ্ঞান—আত্মতত্ত্ব জ্ঞান; রহিতঃ—বর্জিত; মনুজঃ—মানুষ; মমতাম্—মিথ্যা অধিকার বোধ; নৃপ—হে রাজা।

অনুবাদ

হে রাজা, পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান বর্জিত মানুষ যেমন তার বহু জাগতিক বিষয়াদির মিথ্যা অধিকার বর্জন করতে চায় না, তেমনই, যে মানুষের নিরাসক্তির মনোভাব জাগেনি, সে কখনই জড় দেহের বন্ধন পরিত্যাগ করতে চায় না।

শ্লোক ৩০

পিঙ্গলোবাচ

অহো মে মোহবিততিং পশ্যতাবিজিতাত্মনঃ ।
যা কান্তাদসতঃ কামং কাময়ে যেন বালিশা ॥ ৩০ ॥

পিঙ্গলা উবাচ—পিঙ্গলা বলল; অহো—আহা; মে—আমার; মোহ—বিভ্রান্তি; বিততিম্—বিস্তারিত; পশ্যত—লক্ষ্য করুন, প্রত্যেকে; অবিজিত-আত্মনঃ—যার মন জয় করা হয় নি; যা—যে জন (আমি); কান্তাৎ—প্রেমিকের কাছ থেকে; অসতঃ—অপ্রয়োজনীয়, অহেতুক; কামম্—কাম সুখ; কাময়ে—আমি বাসনা করি; যেন—যেহেতু; বালিশা—আমি নির্বোধ।

অনুবাদ

বারনারী পিঙ্গলা বলল—দেখুন, আমি কতখানি বিভ্রান্ত হয়ে আছি। যেহেতু আমি মন সংযত করতে পারিনি, তাই আমি সামান্য মানুষের কাছ থেকে মূর্খের মতো কামসুখ আশা করে থাকি।

তাৎপর্য

জড়জাগতিক জীবন ধারায় নানা প্রকার বিষয়াদির প্রতি সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি আকৃষ্ট হয়ে থাকে, এবং এইভাবে বদ্ধ জীব একেবারে নির্বোধ হয়ে যায়। পরম তত্ত্বের প্রতি বিরূপতা থেকেই জড়জাগতিক জীবন ধারা সৃষ্টি হয়। বদ্ধ জীব নিজেকে সকল বিষয়ে প্রাধান্য লাভের যোগ্য মনে করে এবং সব কিছু ভোগ করাই জীবনের

লক্ষ্য বিবেচনা করে। মানুষ যতই জড়জগৎ থেকে ভোগ সুখ চায়, ততই তার মায়াজাল বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এই শ্লোকটি থেকে মনে হয় যে, পিঙ্গলা বেশ্যাবৃত্তির মাধ্যমে কেবল তার জীবিকা আহরণ করত, তা নয়; সে নিজেও বহু পুরুষের সাথে অবৈধ সংস্পর্শের সুখ বাস্তবিকই উপভোগ করত। *কান্তাদ্ অসতঃ* শব্দগুলি থেকে বোঝা যায় যে, অতি সাধারণ বাজে লোকেদের 'প্রেমিক' মনে করে সে নিজে নির্বিচারে আত্মবিক্রয় করত। তাই সে বলেছে, "আমি অতি নির্বোধ"। *বালিশা* মানে "শিশু সুলভ মানুষ যার ভাল মন্দ বিচারের জ্ঞান নেই।"

শ্লোক ৩১

সন্তং সমীপে রমণং রতিপ্রদং
বিত্তপ্রদং নিত্যমিমং বিহায় ।
অকামদং দুঃখভয়াধিশোক-
মোহপ্রদং তুচ্ছমহং ভজেঽজ্ঞা ॥ ৩১ ॥

সন্তম্—তার ফলে; সমীপে—অন্তরে কাছে; রমণম্—অতি প্রিয়; রতি—যথার্থ প্রেমানন্দ; প্রদম্—প্রদান করে; বিত্ত—সম্পদ; প্রদম্—দেয়; নিত্যম্—চিরন্তন; ইমম্—তাঁকে; বিহায়—ত্যাগ করে; অকাম-দম্—নিজের কামনা বাসনা কখনই পরিতৃপ্ত করতে যে পারে না; দুঃখ—দুর্দশা; ভয়—আশঙ্কা; আধি—মনের বিষাদ; শোক—দুঃখ; মোহ—মায়া; প্রদম্—প্রদান করে; তুচ্ছম্—অতি সামান্য; অহম্—আমি; ভজে—সেবা করে; অজ্ঞা—নির্বোধ।

অনুবাদ

আমি এতই নির্বোধ যে, আমার যথার্থ প্রিয় যে পুরুষ আমার অন্তরে নিত্য বিরাজ করছেন, তার সেবায় আমি অবহেলা করেছি। সেই পরম প্রিয় পুরুষ বিশ্বজগতের অধিপতি, যিনি যথার্থ সুখ ও শান্তির প্রদাতা এবং সকল সমৃদ্ধির উৎস । যদিও তিনি আমার অন্তরে বিরাজ করছেন, তা সত্ত্বেও তাঁকে আমি সম্পূর্ণ অবহেলা করেছি। তার পরিবর্তে যে সমস্ত নগণ্য মানুষগুলি কোনও দিনই আমার যথার্থ বাসনা পরিতৃপ্ত করতে পারবে না এবং যারা কেবলই আমাকে অশান্তি, ভয়, আতঙ্ক, দুঃখ আর বিভ্রান্তি এনে দিয়েছে, আমি অজ্ঞতার মাধ্যমে তাদেরই সেবা পরিতৃপ্তি প্রদান করেছি।

তাৎপর্য

পিঙ্গলা অনুশোচনা করছে যে, নিতান্ত পাপাচারী অপদার্থ মানুষদেরই সেবা সে করতে চেয়েছিল। বৃথাই সে মনে করেছিল যে, তারাই তাকে সুখশান্তি এনে

দেবে, আর তাই তার অন্তরে অধিষ্ঠিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অবহেলা করেছিল। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর নিষ্ঠাবান ভক্তকে সুখ সমৃদ্ধি প্রদানে উৎসুক থাকেন, তা না জেনে সে কত নির্বোধের মতো অর্থের লোভে সংগ্রাম করেছে, তা মনে করে সে দুঃখ পেল। বারনারী খুব অহঙ্কার বোধ করত যেন সে মানুষকে সন্তুষ্ট করতে খুবই পারে, কিন্তু এখন সে অনুশোচনা করছে যে, প্রেমভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা সে করেনি। পরমেশ্বর ভগবান জড়জাগতিক কোনও প্রকার আদান প্রদানে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকের এবং প্রত্যেক বস্তুরই ভোক্তা, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষকে জানতে হয় কিভাবে শুদ্ধ পারমার্থিক সেবার মাধ্যমে ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারা যায়।

শ্লোক ৩২

অহো ময়াত্মা পরিতাপিতো বৃথা
সাঙ্কেত্যবৃত্ত্যাতিবিগর্হ্যবার্তয়া ।
স্ত্রৈণান্নরাদ্ যার্থতৃষোঽনুশোচ্যাৎ
ক্রীতেন বিত্তং রতিমাত্মনেচ্ছতী ॥ ৩২ ॥

অহো—আহা; ময়া—আমার দ্বারা; আত্মা—আত্মা; পরিতাপিতঃ—বিষম ব্যথিত; বৃথা—অনর্থক; সাঙ্কেত্য—এক বারনারীর; বৃত্ত্যা—জীবিকায়; অতি-বিগর্হ্য—অত্যন্ত বিগর্হিত; বার্তয়া—বৃত্তি; স্ত্রৈণাৎ—কামার্ত নারীলোভীদের; নরাৎ—মানুষদের কাছ থেকে; যা—যে (আমি); অর্থ-তৃষঃ—অর্থ লোভীদের; অনুশোচ্যাৎ—দুর্ভাগ্যজনক; ক্রীতেন—যার দ্বারা বিক্রীত; বিত্তম্—অর্থ; রতিম্—মৈথুন সুখ; আত্মনা—আমার শরীরের সাথে; ইচ্ছতী—বাসনা করে।

অনুবাদ

আহা, আমার আত্মাকে আমি কতই না অনর্থক ব্যথা দিয়েছি! কামার্ত লোভী মানুষ যারা করুণার পাত্র, তাদের কাছে আমার শরীর আমি বিক্রি করেছি। এইভাবে অতি দুর্ভাগ্যজনক বারনারী বৃত্তি অবলম্বন করে, আমি অর্থ এবং মৈথুন সুখ লাভের আশা করেছিলাম।

তাৎপর্য

পুরুষের দেহে ভোগের আকাঙ্ক্ষা উদ্রেক করবার জন্যই বারনারী বৃত্তির সৃষ্টি। আপাতদৃষ্টিতে এই বারনারী এমনই মূর্খ ছিল যে, তার বৃত্তি সম্পর্কে মনোহর ধারণা পোষণ করত এবং তার গ্রাহকেরা অতি নিম্নস্তরের মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ তা উপলব্ধি না করে বাস্তবিকই তাদের সঙ্গে প্রেমলীলা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হত। বারনারী

পিঙ্গলার মতোই, মানুষের বোঝা উচিত যে, ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমময় সেবা নিবেদনের প্রবৃত্তি বর্জন করে মানুষ নিতান্তই মায়া শক্তির কবলে আবদ্ধ হয় এবং বিপুল কষ্ট ভোগ করতে থাকে।

শ্লোক ৩৩

যদস্তিভির্নির্মিতবংশবংশ্য-
স্থূণং ত্বচা রোমনখৈঃ পিনদ্ধম্ ।
ক্ষরন্নবদ্বারমগারমেতদ্
বিণ্মূত্রপূর্ণং মদুপৈতি কান্যা ॥ ৩৩ ॥

যৎ—যা; অস্তিভিঃ—অস্থিগুলি সহ; নির্মিত—গঠিত; বংশ—মেরুদণ্ড; বংশ্য—পিঞ্জরাদি; স্থূণম্—হাত ও পায়ের অস্থিগুলি; ত্বচা—চর্ম দ্বারা; রোম-নখৈঃ—চুল ও নখ দ্বারা; পিনদ্ধম্—আবৃত; ক্ষরৎ—ক্ষরিত হয়; নব—নয়; দ্বারম্—দ্বারগুলি; অগারম্—গৃহ; এতৎ—এই; ভিট্—মল; মূত্র—মূত্র; পূর্ণম্—পরিপূর্ণ; মৎ—আমাকে ছাড়া; উপৈতি—কাজে লাগায়; কা—কোন্ নারী; অন্যা—অন্য কোনও ।

অনুবাদ

এই জড়জাগতিক দেহটি একটি গৃহের মতো, যার মাঝে আমি বাস করছি। আমার মেরুদণ্ড, হৃদপিঞ্জর, হাত এবং পাগুলি গৃহের কড়ি, বরগা ও থামেরই মতো, এবং মল ও মূত্রে পরিপূর্ণ সমগ্র অবয়বটি চর্ম, চুল ও নখ দ্বারা আবৃত রয়েছে। এই দেহের নয়টি দ্বার থেকে নিয়ত দূষিত পদার্থ নিষ্কাষণ হচ্ছে। আমি ছাড়া কোন্ নারী এমনই মূর্খ, যে এই জড় শরীরটিকে এত মূল্য মর্যাদা আরোপ করে, কারণ সে মনে করে যে, এই কলাকৌশল থেকেই আনন্দ ও প্রেমভালবাসা পাওয়া যায়?

তাৎপর্য

দেহের মধ্যে প্রবেশের দ্বার ও বহির্দ্বার স্বরূপ দুটি চোখ, দুটি নাসারন্ধ্র, মুখগহ্বর, দুটি কান, উপস্থ ও পায়ু এই নয়টি পথ রয়েছে। বংশ, অর্থাৎ 'মেরুদণ্ড' বলতে বাঁশকেও বোঝায়। এবং বাস্তবিকই দেহের অস্থি কঙ্কাল ঠিক যেন বাঁশের কাঠামোর মতোই মনে হয়। বাঁশ যেমন অচিরেই আগুনে ভস্ম হতে পারে কিংবা খণ্ড বিখণ্ড করা যেতে পারে, তেমনই, জড় দেহটিও নিত্য ক্ষয়িষ্ণু বলেই যে কোন সময়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে, খণ্ড বিখণ্ড হতে পারে, জলমগ্ন, অগ্নিদগ্ধ, শ্বাসরুদ্ধ, এবং আরও নানাভাবে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। পরিণামে দেহটিকে অবশ্যই বহুধাবিভক্ত হয়ে যেতেই হবে, এবং তাই এই ক্ষণভঙ্গুর যে দেহটি অপ্রীতিকর

উপাদানে পূর্ণ, তার প্রতি যেজন সর্বান্তঃকরণে আত্মসমর্পণ তথা নিজেকে উৎসর্গ করে থাকে, তার মতো হতভাগ্য আর কেউ নেই।

শ্লোক ৩৪

বিদেহানাং পুরে হ্যস্মিন্নহমেকৈব মূঢ়ধীঃ ।
যান্যমিচ্ছন্ত্যসত্যস্মাদাত্মদাৎ কামমচ্যুতাৎ ॥ ৩৪ ॥

বিদেহানাম্—বিদেহবাসী; পুরে—শহরে; হি—অবশ্যই; অস্মিন্—এই; অহম্—আমি; একা—একাকী; এব—নিঃসন্দেহে; মূঢ়—নির্বোধ; ধীঃ—যার বুদ্ধি; যা—যে (আমি); অন্যম্—অন্য কেউ; ইচ্ছন্তী—ইচ্ছা করে; অসতি—অতিশয় পাপময়ী; অস্মাৎ—তাঁর অপেক্ষা; আত্ম-দাৎ—যিনি আমাদের যথার্থ চিন্ময় রূপ প্রদান করেছেন; কামম্—ইন্দ্রিয় উপভোগ; অচ্যুতাৎ—পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীঅচ্যুত।

অনুবাদ

অবশ্যই এই বিদেহ নগরের মধ্যে আমিই সম্পূর্ণ নির্বোধ। যিনি আমাদের সব কিছু, এমনকি আমাদের যথার্থ চিন্ময় রূপটিও প্রদান করেছেন, সেই পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকেই আমি অবহেলা করেছি, এবং তার পরিবর্তে বহু পুরুষের সঙ্গে ইন্দ্রিয় উপভোগ বাসনা করেছি।

শ্লোক ৩৫

সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্ ।
তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেঽনেন যথা রমা ॥ ৩৫ ॥

সুহৃৎ—শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু; প্রেষ্ঠ-তমঃ—সম্পূর্ণভাবেই অতি প্রিয়জন; নাথঃ—ভগবান; আত্মা—আত্মা; চ—ও; অয়ম্—তিনি; শরীরিণাম্—সকল শরীরি সত্তার; তম্—তাঁকে; বিক্রীয়—ক্রয় করে; আত্মনা—নিজেকে সমর্পণ করে; এব—অবশ্যই; অহম্—আমি; রমে—ভোগ করব; অনেন—ভগবানের সাথে; যথা—যেমন ভাবে; রমা—লক্ষ্মীদেবী।

অনুবাদ

পরম পুরুষোত্তম ভগবান সম্পূর্ণভাবেই সকল জীবের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী মিত্র, কারণ তিনি প্রত্যেকেরই হিতাকাঙ্ক্ষী এবং প্রভু। তিনি প্রত্যেকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত পরমাত্মা। সুতরাং আমি এখন সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের মূল্য প্রদান করব, এবং এই ভাবে ভগবানকে যেন ক্রয় করে নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর মতোই আনন্দ উপভোগ করব।

তাৎপর্য

সকল বদ্ধ জীবের যথার্থ বন্ধু পরমেশ্বর ভগবান, এবং একমাত্র তিনিই জীবনের পরম সার্থকতা প্রদান করতে পারেন। ভগবানের শ্রীচরণকমলে নিত্য বিরাজিতা লক্ষ্মীদেবীর দৃষ্টান্ত অনুসরণের মাধ্যমে, মানুষ অবশ্যই নিত্য সুখ লাভ করে থাকে। জড়জাগতিক দেহটি নিষ্ফল প্রাপ্তি বলেই সেটির যথার্থ সদ্ব্যবহার করা উচিত এবং কায়মনোবাক্যে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করা উচিত। এই ভাবে যথার্থ মূল্য প্রদান করতে পারলে, তবেই ভগবানকে ক্রয় করা সম্ভব হতে পারে, কারণ তিনি প্রত্যেকেই পরম শুভাকাঙ্ক্ষী। এই ভাবে মানুষের আদিম প্রবৃত্তি স্বরূপ ইন্দ্রিয় উপভোগের প্রবণতা আপনা হতেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়।

শ্লোক ৩৬

কিয়ৎ প্রিয়ং তে ব্যভজন্ কামা যে কামদা নরাঃ ।
আদ্যন্তবন্তো ভার্যায়া দেবা বা কালবিদ্রুতাঃ ॥ ৩৬ ॥

কিয়ৎ—কতখানি; প্রিয়ম্—যথার্থ সুখ; তে—তারা; ব্যভজন্—আয়োজন করেছে; কামাঃ—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি; যে—এবং যাকিছু; কামদাঃ—যা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি প্রদান করে; নরাঃ—মানুষেরা; আদি—শুরু; অন্ত—শেষ; বন্তঃ—সহ; ভার্যায়াঃ—পত্নীর; দেবাঃ—দেবতাগণ; বা—কিংবা; কাল—সময়ে; বিদ্রুতাঃ—বিচ্ছিন্ন এবং বিভ্রান্ত।

অনুবাদ

পুরুষেরা নারীদের ইন্দ্রিয় সুখ প্রদান করে থাকে, কিন্তু এই সকল পুরুষদেরও এবং স্বর্গের দেবতাদেরও শুরু এবং শেষ আছে। তারা সকলেই অস্থায়ী সৃষ্টি, যারা সময়ের স্রোতে হারিয়ে যাবে। সুতরাং তাদের স্ত্রীদের চিরকাল যথার্থই সুখ শান্তি কজন দিতে পারে?

তাৎপর্য

এই জড় জগতে প্রত্যেকেই মূলত তার নিজেরই ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের পথ খুঁজে চলেছে, এবং তাই কালক্রমে প্রত্যেকেরই বিনাশ ঘটছে। জড়জাগতিক পর্যায়ে বাস্তবিকই কেউ কাউকে সাহায্য সহযোগিতা করে না। জড়জাগতিক প্রেম ভালবাসা নিতান্তই একটা প্রবঞ্চনামূলক প্রক্রিয়া, যা এখন পিঙ্গলা বারনারী হৃদয়ঙ্গম করেছে।

শ্লোক ৩৭

নূনং মে ভগবান্ প্রীতো বিষ্ণুঃ কেনাপি কর্মণা ।
নির্বেদোঽয়ং দুরাশায়া যন্মে জাতঃ সুখাবহঃ ॥ ৩৭ ॥

নূনম্—নিঃসন্দেহে; মে—আমার সঙ্গে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; প্রীতঃ—সন্তুষ্ট; বিষ্ণুঃ—পরমেশ্বর ভগবান; কেন অপি—কোনও প্রকার; কর্মণা—ক্রিয়া কর্ম; নির্বেদঃ—ইন্দ্রিয় উপভোগ থেকে বিরত; অয়ম্—এই; দুরাশায়াঃ—জড়জাগতিক সুখ ভোগ যেজন দুরন্ত আশা করে থাকে; যৎ—যেহেতু; মে—আমার প্রতি; জাতঃ—সৃষ্ট; সুখ—আনন্দ; আবহঃ—আগত

অনুবাদ

যদি জড় জগতটিকে উপভোগের জন্য আমি দুরন্ত আশা করেছিলাম, কিন্তু কোনও প্রকারে আমার হৃদয়ে অনাসক্তি জেগেছে, আর তাতে আমি খুব সুখী হয়েছি। অতএব, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু অবশ্যই আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তা না জানলেও তাঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্য আমাকে কিছু করতেই হবে।

শ্লোক ৩৮

নৈবং স্যুর্মন্দভাগ্যায়াঃ ক্লেশা নির্বেদহেতবঃ ।
যেনানুবন্ধং নির্হৃত্য পুরুষঃ শমমৃচ্ছতি ॥ ৩৮ ॥

না—না; এবম্—এই ভাবে; স্যুঃ—তারা পারে; মন্দ-ভাগ্যায়াঃ—যথার্থ দুর্ভাগা নারীর; ক্লেশাঃ—দুঃখ দুর্দশা; নির্বেদ—অনাসক্তির; হেতবঃ—কারণাবলী; যেন—যে অনাসক্তির মাধ্যমে; অনুবন্ধম্—বন্ধন; নির্হৃত্য—দূর করার মাধ্যমে; পুরুষঃ—পুরুষ; শমম্—যথার্থ শান্তি; ঋচ্ছতি—লাভ করে।

অনুবাদ

অনাসক্তি জাগলে মানুষ জড়জাগতিক সমাজ, বন্ধুত্ব এবং ভালবাসা সব ত্যাগ করতে পারে, এবং বিপুল দুঃখ ভোগের পরে মানুষ ক্রমশ হতাশাচ্ছন্ন হয়ে জড়জাগতিক বিষয়াদি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং নির্বিকার হয়ে পড়ে। তাই, আমার বিষম দুঃখ ভোগের ফলে, তেমনই নিরাসক্তি আমার হৃদয়ে জেগেছে; তা সত্ত্বেও বাস্তবিকই আমি যদি দুর্ভাগী হতাম, তা হলে কেন কৃপাময় আমাকে দুঃখকষ্ট ভোগ করালেন? সুতরাং, বাস্তবিকই আমি ভাগ্যবতী এবং ভগবৎকৃপা লাভ করেছি। কোনও ভাবে নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

শ্লোক ৩৯

তেনোপকৃতমাদায় শিরসা গ্রাম্যসঙ্গতাঃ ।
ত্যক্ত্বা দুরাশাঃ শরণং ব্রজামি তমধীশ্বরম্ ॥ ৩৯ ॥

তেন—তাঁর (ভগবানের) দ্বারা; উপকৃতম্—মহা উপকারের মাধ্যমে; আদায়—গ্রহণ করে; শিরসা—ভক্তি সহকারে আমার মাথায়; গ্রাম্য—তুচ্ছ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি; সঙ্গতাঃ—সংশ্লিষ্ট; ত্যক্ত্বা—ত্যাগ করে; দুরাশাঃ—পাপময় অভিলাষাদি; শরণম্—আশ্রয় লাভের জন্য; ব্রজামি—আমি এখন আসছি; তম্—তাঁর দিকে; অধীশ্বরম্—পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান।

অনুবাদ

ভগবান আমার প্রতি যে মহা কৃপা প্রদর্শন করেছেন, ভক্তি সহকারে তা আমি গ্রহণ করেছি। অতি তুচ্ছ ইন্দ্রিয় উপভোগের পাপময় সকল ইচ্ছা বর্জনের ফলে আমি পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছি।

শ্লোক ৪০

সন্তুষ্টা শ্রদ্দধত্যেতদ্‌যথালাভেন জীবতী ।
বিহরাম্যমুনৈবাহমাত্মনা রমণেন বৈ ॥ ৪০ ॥

সন্তুষ্টা—সম্পূর্ণ প্রীত হয়ে; শ্রদ্দধতি—এখন পূর্ণ বিশ্বাসে; এতদ্—ভগবৎ কৃপায়; যথা-লাভেন—সহজে আপনা হতে যা কিছু আসে; জীবতী—জীবিত; বিহরামি—আমি জীবন উপভোগ করব; অমুনা—তার সঙ্গে; এব—শুধু মাত্র; অহম্—আমি; আত্মনা—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে; রমণেন—যিনি প্রেম ও সুখের যথার্থ উৎস; বৈ—নিঃসন্দেহে।

অনুবাদ

এখন আমি সম্পূর্ণ তৃপ্ত এবং সুখী, এবং ভগবানের কৃপায় আমার পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে। সুতরাং সহজভাবে যা কিছু ঘটে, আমি তার দ্বারাই জীবন ধারণ করে থাকব। শুধুমাত্র ভগবানকে নিয়েই আমি জীবন যাপন করব, কারণ তিনিই সকল প্রেম ভালবাসা এবং সুখ সমৃদ্ধির যথার্থ উৎস।

শ্লোক ৪১

সংসারকূপে পতিতং বিষয়ৈর্মুষিতেক্ষণম্ ।
গ্রস্তং কালাহিনাত্মানং কোঽন্যস্ত্রাতুমধীশ্বরঃ ॥ ৪১ ॥

সংসার—জড়জাগতিক অস্তিত্ব; কূপে—গভীর অন্ধকারময় কূপের মধ্যে; পতিতম্—পতিত হয়েছে; বিষয়ৈঃ—ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির মাধ্যমে; মুষিত—অপহৃত; ঈক্ষণম্—দৃষ্টি; গ্রস্তম্—গ্রস্ত; কাল—সময়ের; অহিনা—সর্পের দ্বারা; আত্মানম্—জীব; কঃ—যে; অন্যঃ—অন্য কিছু; ত্রাতুম্—মুক্তিলাভের যোগ্য; অধীশ্বরঃ—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয় উপভোগের মাধ্যমে জীবের বুদ্ধি অপহৃত হয়ে যায়, এবং তার ফলে সে জড়জাগতিক অন্ধকূপে পতিত হয়। সেই কূপের মধ্যে মহাকাল সর্প তাকে গ্রাস করে থাকে। এই হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি থেকে দুর্ভাগা জীবকে একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান ছাড়া আর কে রক্ষা করতে পারেন?

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে পিঙ্গলা বলেছিল যে, দেবতারাও কোনও নারীকে যথার্থ সুখ বিধান করতে সক্ষম নন। প্রশ্ন হতে পারে যে, ঐ ধরনের ব্রহ্মা, শিব এবং অন্যান্য দেবতাদের মতো মহান পুরুষদেরও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার অধিকার এই নারী কিভাবে পেয়েছে। তার উত্তরে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যদি যথার্থই জীবনের সকল সমস্যার সমাধান চায়, এবং নিজ আলয়ে, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী থাকে, তবে তাকে একমাত্র ভগবানের চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। একথা সর্বজনবিদিত যে, দেবতাগণ নিজেরাও জন্ম মৃত্যুর অধীন। স্বয়ং দেবাদিদেব শিবও বলেছেন, *মুক্তি প্রদাতা সর্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ*—"কোনও সন্দেহ নেই যে, শ্রীবিষ্ণুই প্রত্যেকের মুক্তি প্রদাতা।"

শ্লোক ৪২

আত্মৈব হ্যাত্মনো গোপ্তা নির্বিদ্যেত যদাখিলাৎ ।
অপ্রমত্ত ইদং পশ্যেদ্ গ্রস্তং কালাহিনা জগৎ ॥ ৪২ ॥

আত্মা—আত্মা; এব—একাকি; হি—অবশ্যই; আত্মনঃ—নিজের; গোপ্তা—ত্রাতা; নির্বিদ্যেত—নিরাসক্ত; যদা—যখন; অখিলাৎ—সকল জড়জাগতিক বিষয়াদি থেকে; অপ্রমত্তঃ—জড়জাগতিক বিষয়ে উন্মত্ত নয়; ইদম্—এই; পশ্যেৎ—দেখতে পায়; গ্রস্তম্—ধৃত; কাল—সময়; অহিনা—সর্পের দ্বারা; জগৎ—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড।

অনুবাদ

যখন জীব লক্ষ্য করে যে, সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মহাকাল সর্পের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, তখন সেই উপলব্ধির ফলে, সে সকল প্রকার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বাসনা থেকে নিরাসক্ত হয়ে শান্তিলাভ করে। সেই পরিস্থিতিতে জীব নিজের ত্রাতা রূপে যোগ্যতা অর্জন করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে, পিঙ্গলা উল্লেখ করেছে যে, ভগবৎ-কৃপায় আত্মতত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন জীব উপলব্ধি করতে পারে যে, সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মহাকালসর্পের গ্রাসের মধ্যে

অবস্থান করছে। অবশ্যই এই পরিস্থিতি শুভ লক্ষণ নয়, এবং এই পরিস্থিতি যে উপলব্ধি করতে পারে, তার ইন্দ্রিয় উপভোগের বাসনা নষ্ট হয়ে যায়। তাই ভগবানের অশেষ কৃপায়, সেই আত্মজ্ঞান সম্পন্ন সুস্থির জীব মায়া মোহ থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারে।

যেহেতু পিঙ্গলা এখন পরমেশ্বর ভগবানকে মহিমান্বিত করার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করছে, তাই নিম্নরূপ প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হতে পারে, সে এখন ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমময় উপাসনা নিবেদন করছে, না কি নিতান্তই জড়জাগতিক অস্তিত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের বাসনায় উদ্বিগ্ন হয়েছে? তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, তার কৃষ্ণভাবনাময় পরিবেশের মাঝে সে ইতিমধ্যেই মুক্তিলাভ করেছে, যদিও এই জগতে সে এখনও আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এখন তাকে শুধুমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমভক্তি নিবেদনের জন্যই সবরকম স্বার্থ অভিলাষ ব্যতিরেকেই সকল কার্য সমাধা করতে হবে, এমন কি তার মুক্তির অভিলাষও বর্জন করতে হবে।

শ্লোক ৪৩

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ

এবং ব্যবসিতমতির্দুরাশাং কান্ততর্ষজাম্ ।
ছিত্ত্বোপশমমাস্থায় শয্যামুপবিবেশ সা ॥ ৪৩ ॥

শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ—শ্রীঅবধূত ব্রাহ্মণ বললেন; **এবম্**—এই ভাবে; **ব্যবসিত**—মনস্থ করে; **মতিঃ**—তাঁর (পিঙ্গলার) মন; **দুরাশাম্**—পাপময় ইচ্ছা; **কান্ত**—প্রেমিকেরা; **তর্ষ**—উদ্বিগ্ন হয়ে; **জাম্**—কারণে; **ছিত্ত্বা**—ছেদন করে; **উপশমম্**—শান্ত হয়ে; **আস্থায়**—অবস্থিত হয়ে; **শয্যাম্**—তার শয্যার উপরে; **উপবিবেশ**—বসেছিল; **সা**—সে।

অনুবাদ

অবধূত ব্রাহ্মণ বললেন—এইভাবে, পিঙ্গলা সম্পূর্ণভাবে তার মনস্থির করে নিয়ে, তার প্রেমিকদের সঙ্গে মৈথুন সুখ উপভোগের সকল প্রকার পাপময় ইচ্ছা ছেদন করেছিল এবং সে যথার্থ সুখময় পরিবেশে বিরাজ করতে পেরেছিল। তখন তার শয্যায় সে উপবেশন করেছিল।

শ্লোক ৪৪

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্ ।
যথা সঞ্ছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা ॥ ৪৪ ॥

আশা—জাগতিক আকাঙ্ক্ষা; **হি**—অবশ্যই; **পরমম্**—বিপুল; **দুঃখম্**—দুঃখ; **নৈরাশ্যম্**—জাগতিক আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তি; **পরমম্**—বিপুল; **সুখম্**—সুখ; **যথা**—এই ভাবে; **সঞ্ছিদ্য**—সম্পূর্ণ ছিন্ন করে; **কান্ত**—প্রেমিকদের; **আশাম্**—অভিলাষ; **সুখম্**—সুখে; **সুষ্বাপ**—সে ঘুমাল; **পিঙ্গলা**—সেই বারনারী পিঙ্গলা।

অনুবাদ

জড়জাগতিক বাসনা নিঃসন্দেহে বিপুল দুঃখের কারণ হয়, এবং সেই বাসনা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারলেই বিপুল সুখ লাভ করা যায়। সুতরাং পিঙ্গলা তার প্রেমিকদের সঙ্গে সকল প্রকার উপভোগের বাসনা বর্জন করে সুখে নিদ্রা উপভোগ করেছিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'পিঙ্গলা কাহিনী' নামক অষ্টম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।